দারসে কুরআন সিরিজ-৩৩

শয়তান পরিচিতি

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

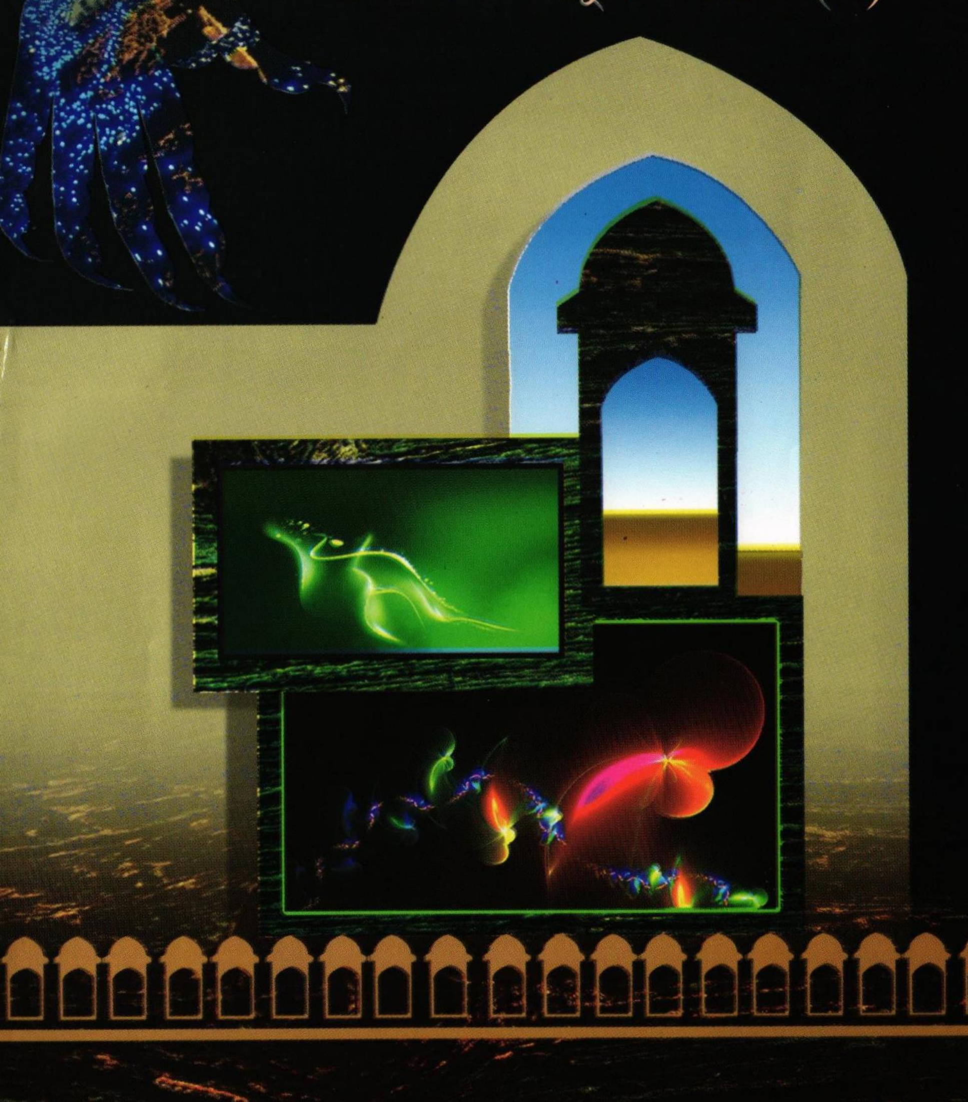

দারসে কুরআন সিরিজ-৩৩

শয়তান পরিচিতি

খন্দকার আবুল খায়ের (র.)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

freepdfboi.com

শয়তান পরিচিতি

খন্দকার আবুল খায়ের (র.)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ : জানু: ১৯৯২
২৩তম প্রকাশ : জুলাই ২০১১

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ :
আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৪০ টাকা

freepdfboi.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান?
- যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পাননা অথচ কুরআন বুঝতে চান?
- যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন
- যারা খতিব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এই সিরিজের বৈশিষ্ট্য

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি
- নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

freepdfboi.com

ভূমিকা

শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা থেকে বাঁচার জন্যেই শয়াতান চেনা দরকার। তাই আসুন আল্লাহ শয়তান সম্পর্কে যতগুলো আয়াত নাজিল করেছেন তার সব গুলোই এবং শয়তানকে চিনার চেষ্টা করি। এন্ড্রিনকে বিষ বলে চিনতে ভুল করে তাকে ঔষধ মনে করে খেয়ে যে অনেক মানুষ মারা গেছে তার কিছু ঘটনা আমাদের সামনেই ঘটেছে। একবার খবরের কাগজে পড়লাম এক মা তার অসুস্থ মেয়েকে বলছে 'তোর ঔষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তুই নিজে গিয়ে দ্যাখগে আলমারীর মধ্যে একটা শিশিতে ঔষুধ আছে ওখান থেকে ১ দাগ ঔষুধ ঢেলে খেয়ে নিগে যা' বাছ অমনি তার অসুস্থ্য মেয়েটা আলমারী খুলে দ্যাখে যে দুটো শিশিতে ঔষুধ রয়েছে যার একটায় ছিল খাব্যকার ঔষুধ আর অপর শিশিতে ছিল এন্ড্রিন সে এন্ড্রিকেই ঔষুধের শিশি মনে করে তার থেকে এক দাগ ঔষুধ (যা আসলে ছিল এন্ড্রিন বা বিষ) ঢেলে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে তার মা জানাতে পারল যে সে ঔষুধ মনে করে এন্ড্রিন খেয়ে ফেলেছে। সে যদি সত্যকার অর্থে চিনতেই পারতো যে এটা ঔষুধ নয় এটা বিষ তাহলে তা কি খেয়ে মরত? কিছুতেই তার ধারে কাছে যেত না এবং মরতোও না। ঠিক তেমনই এন্ড্রিনের হাত থেকে বাঁচতে হলে যেমন এন্ড্রিনকে চিনতে হয় তেমন শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে হলেও শয়তানকে চিনতে হয়। তাই শয়তানকে চিনার জন্যে আমি আল-কুরআনে যেখানে যেখানে শয়তানের উল্লেখ আছে তার সব জায়গা থেকেই সবগুলো আয়াত অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ এখানে হাজির করছি এই নিয়তে যেন শয়তানকে চিনতে আমরা কেউ ভুল না করি। আল্লাহ শয়তানকে এক স্থানে খান্নাস বলেছেন, ১১ স্থানে ইবলিছ নামে উল্লেখ করেছেন এবং শয়তান নামে উল্লেখ করেছেন ৮৮ স্থানে তাহলে মোট হল ১০০ জায়গায়। (আল কুরআন) শয়তানের কথা বলেছেন, এবার এক পাশ থেকে পড়তে থাকুন এবং শয়তানকে বুঝার চেষ্টা করুন যেন তার খপ্পর থেকে আমরা সবাই বাঁচতে পারি, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং গোটা মুসলিম জাতিকে হুশিয়ার করতে পারি। এবার আল-কুরআন থেকে শয়তানকে যে যে নামে যে সব পারাতে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নে ক্রমিক পর্যায়ে সাজিয়ে পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্যে তা পেষ করা হলো। এর মধ্যে কিছু আছে মানুষরূপী শয়তানের কথা, কিছু আছে জ্বীন শয়তানের কথা আর কিছু আছে আসল শয়তানের কথা যা অর্থ এবং সংক্ষিপ্তে ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাবে।

ইতি

— লেখক

freepdfboi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম দিকে ইবলিস নামের ১১ টি আয়াত পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো।

যথা–সূরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

১. এবং আমি যখন আদম (আঃ) কে তা'জীমি সিজদা করার জন্যে ফেরেস্তাগণকে হুকুম করলাম তখন ইবলিস ছাড়া আর সবাই সিজদা করলো। সে (ইবলিস) হুকুম পালন করতে অস্বীকার করলো ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

শব্দার্থ ঃ وَ এবং اِذْ যখন قُلْنَا আমি যখন হুকুম করলাম لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে اُسْجُدُوْا সিজদা কর তোমরা সবাই। لِاٰدَمَ আদমের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) এর জ্ঞানের কারণে (যা এই মাত্র পরিক্ষা হয়ে গেল) তাঁকে একটা তা'জীমি সিজদা কর। فَسَجَدُوْا অতঃপর সবাই তাকে সিজদা করল اِلَّا কিন্তু/ছাড়া اِبْلِيْسَ ইবলিস (সিজদা করল না) اَبٰى সে অস্বীকার করল। وَاسْتَكْبَرَ এবং অহংকার করল। وَكَانَ ফলে হয়ে গেল مِنَ الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের অর্ন্তভূক্ত।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ এখান থেকে বুঝা গেল ইবলিস কাফের হওয়ার মূল কারণ, আল্লাহর সিজদার হুকুম অমান্য করা। এর থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে সিজদার হুকুম এসে যাওয়ার পর যে সিজদা করে সে ঈমানদার আর যে মাথা খাড়া রাখে সিজদা করে না, সে ঐ মাথা খাড়া রাখা ইবলিসের দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

freepdfboi.com

২. *সূরা আরাফের ১১নং আয়াত থেকে ১৭নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ বলেছেন ঃ*

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْآ اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ- قَالَ مَا مَنَعَكَ
اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ
مِنْ طِيْنٍ- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا
فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ- قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -
قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ- قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ- ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ-

আমি তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি তারপর তোমাদের চেহারা সুরত রচনা করেছি। পরে ফেরেস্তাদের বলেছি আদমকে সিজদা কর। এই আদেশ পেয়ে সকলেই সিজদা করলো। কিন্তু ইবলিস সিজদা কারীদের মধ্যে শামিল হলো না। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন কোন জিনিস তোকে সিজদা থেকে বিরত রাখল যখন আমি তোকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। শয়তান বললো আমি তার চাইতে উত্তম তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে। আল্লাহ বললেন তুই এখান থেকে নিচে নেমে যা এখানে থেকে অহংকার আর গৌরব দেখানোর কোন অধিকার তোর নেই। বের হয়ে যা, আসলে তুই তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান, লাঞ্জনাই কামনা করে। শয়তান বললো আমাকে সেই পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন এই সব লোক পুনরুত্থিত হবে। আল্লাহ বললেন তোর জন্য অবকাশ আছে। শয়তান বললো তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিয়েছ তেমন আমিও তাদের জন্য সরল পথের বাঁকে ওঁৎ পেতে থাকব। সম্মুখে ও পিছনে ডাইনে ও বামে সকল দিক থেকেই তাদের ঘিরে ফেলব এবং তুমি এদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ বা শোকর আদায়কারী বান্দা হিসাবে পাবে না।

freepdfboi.com

শব্দার্থ ঃ وَلَقَدْ এবং নিশ্চয় خَلَقْنٰكُمْ আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে ثُمَّ অতঃপর صَوَّرْنٰكُمْ তোমাদের চেহারা সুরত রচনা করেছি ثُمَّ পরে قُلْنَا আমি বললাম لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে اُسْجُدُوْا সিজদা কর لِاٰدَمَ আদমকে (সিজদা কর তার জ্ঞানের কারণে একটা তা'জীমি সিজদা যে সিজদা হযরত আদম (আঃ)-এর নির্দেশ ছিলনা, তা ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে) فَسَجَدُوْا অতঃপর সবাই সিজদা করল اِلَّآ اِبْلِيْسَ কিন্তু ইবলিস لَمْ يَكُنْ হলো না مِنَ السّٰجِدِيْنَ সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। قَالَ বললেন (আল্লাহ্) مَا কিসে বা কোন জিনিসে مَنَعَكَ তোকে বিরত রাখল। اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ যখন আমি তোকে নির্দেশ দিয়েছিলাম قَالَ সে বলল (ইবলিস) اَنَا আমি خَيْرٌ উত্তম مِنْهُ তার থেকে (অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে) خَلَقْتَنِىْ তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ مِنْ হতে نَارٌ আগুন وَ এবং خَلَقْتَهٗ তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। مِنْ طِيْنٍ قَالَ (আল্লাহ্) বললেন فَاهْبِطْ অতএব নেমে যা مِنْهَا এখান (বেহেস্ত) থেকে فَمَا يَكُوْنُ لَكَ তোর কোন অধিকার নেই اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا যে অহংকারের গৌরব দেখানোর فَاخْرُجْ এখান থেকে বের হয়ে যা اِنَّكَ নিশ্চয়ই তুই বা আসলেই তুই। مِنَ الصّٰغِرِيْنَ হেয় লাঞ্ছিত অপমানিতদের অন্তর্ভুক্ত বা তুই তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেরাই নিজেদের অপমান ও লাঞ্ছনা কামনা করে। قَالَ সে (ইবলিস) বলল اَنْظِرْنِىْ আমাকে অবকাশ দাও اِلٰى পর্যন্ত يَوْمٌ দিন يُبْعَثُوْنَ পুনরুত্থানের قَالَ (আল্লাহ্) বললেন اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ তোর জন্যে অবকাশ আছে। قَالَ (ইবলিস) বলল فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ তুমি যেমন আমাকে গোমরাহিতে ডুবালে لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ (তেমন) আমি অবশ্য তাদের জন্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ তোমার সরল সহজ (বেহেস্তের) রাস্তার

freepdfboi.com

উপর ثُمَّ পরে لَاٰتِيَنَّهُمْ আমি অবশ্য ঘিরে ফেলব مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ তাদের সামনের দিক থেকে وَ مِنْ خَلْفِهِمْ এবং তাদের পিছনের দিক থেকে وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ এবং তাদের ডান দিক থেকে وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ এবং তাদের বাম দিক থেকে وَلَا تَجِدُ আর তুমি তাদের পাবে না اَكْثَرَهُمْ তাদের বেশীর ভাগ লোককে বা তোমার অধিকাংশ বান্দাকে شٰكِرِيْنَ কৃতজ্ঞ বা শোকরিয়া আদায়কারী হিসাবে। উপরের সাতটি আয়াতের সার সংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলো। যথা ঃ

১ নং শিক্ষা ঃ আল্লাহ্ এতবড় কুদরতের মালিক যে তিনি দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ একদিকে যেমন একই গঠনের সৃষ্টি করেছেন তেমন তারা একজন থেকে অপর জনকে পৃথক ভাবে চিনতে পারে সেজন্য আদম (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত যত মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং করবেন তাদের প্রত্যেকের চেহারা ভিন্ন ভিন্ন সুরতের করেছেন যেন তাদের চেনা যায়। একথাটা বলতে ও শুনতে যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়, দুনিয়ার মানুষ হাতে বা মেসিনে বহু কিছু তৈরী করে কিন্তু একই জিনিষকে কি দুটাকে দুই প্রকার সুরাতে সৃষ্টি করতে পারে?

আজ পর্যন্ত এর নমুনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। অথচ পরস্পরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে চেনার জন্যে যেমন আল্লাহ্ প্রত্যেকটি মানুষের চেহারার মধ্যে করেছেন পার্থক্য তেমন মানুষের গলার আওয়াজের মধ্যেও করেছেন পার্থক্য যেন মানুষটা না দেখেও তার গলার আওয়াজে চেনা যায় যে কে কথা বলছে। যদি আল্লাহ্ গলার আওয়াজে তারতম্য সৃষ্টি না করতেন তাহলে বাড়ীর গৃহিনীরা পড়তেন এক চরম বিপদে। রাত্রিবেলা যখন কেউ এসে বলত যে দরোজা খুলে দাও তখন গলার আওয়াজের মধ্যে বিভিন্নতা না থাকলে বাড়ীর লোকেরা বুঝতে পারতো না কে এসে ডাকছে। ফলে ডাকাত ঘরে ঢুকে যেত কেউ তা রোধ করতে পরতো না। ঠিক তদ্রুপ চেহারা সুরাত সবাইয়ের এক প্রকার হলে যেমন মা চেনা কষ্টকর হতো, তেমন ছেলে চেনাও সম্ভব হতো না, কে নিজের স্বামী আর কে নিজের স্ত্রী তাও মানুষ চিনতে পারতো না। আল্লাহ্ তাঁর এই তুলনাহীন কুদরাতের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েই পরবর্তি কথাগুলো বলেছেন, যেন মানুষের মন তা সহজেই অনুধাবণ করতে পারে।

freepdfboi.com

২নং শিক্ষা ঃ এরপর ইবলিসের একটা হুকুম অমান্য করার কথা বলে তার সঙ্গে একই সাথে বেশ কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য শিক্ষার কথা বলেছেন যথাঃ (ক) মানুষরূপী শয়তানদের প্রথম পরিচয় হলো অহংকার ভরে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং এই হুকুম অমান্য করার ত্রুটি স্বীকার না করা।

৩নং শিক্ষা ঃ নিজেকে অন্যের চাইতে বেশী জ্ঞানী, বড় আলেম বা বড় বুদ্ধিমান মনে করা বা যে কোন দিক থেকে অন্যকে নিজের চাইতে খাট মনে করা এবং নিজেকে অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করা, এটাও শয়তানের দলভূক্ত হওয়ার একটা লক্ষণ। এটা এমনই একটা অতি সূক্ষ্ম লক্ষণ যা বহু জ্ঞানী গুনির মাথায় ধরে না ফলে তারা ইবলিসের ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছেন। আর শয়তান এ ব্যাপারে বড় বড় আলেম পীর দরবেশদের মধ্যে এই গুনটা সহজে সৃষ্টি করতে পারে।

৪নং শিক্ষা ঃ ইবলিস মুয়াল্লিমুল মালাকুত বা ফেরেস্তাদের শিক্ষক হওয়ার কারণে যে মনোভাবটা তার মধ্যে ঢুকেছিল, আমাদের মধ্যেও যারা মুয়াল্লিমুল উলামা বা আলেমগণের শিক্ষক তাদেরকে শয়তান এ ব্যাপারে সহজে বুঝাতে সক্ষম হবে যে আপনি কি কারো চাইতে এলেমের দিক থেকে খাট আছেন যে, আপনি ওমুকের নেতৃত্ব মেনে নিবেন, শয়তানের এই ধরণের ওয়াস-ওয়াসায় আমাদের মধ্যে এরূপ ধারণা করা খুব সহজ হয়ে পড়ে যে আমি তো অমুকের চাইতে উত্তম।

আমি নিজেই স্বীকার করছি যে, এই ধরণের ওয়াস-ওয়াসা দেয়ার জন্যে ইবলিস যখনই আমার কাছে আসে তখনই শয়তানের মুখে লাথি মেরে তাড়াই আর আল্লাহর নিকট সর্বদাই মুনাজাত করি যে আল্লাহ্ আমি কয়েক খানা বই লেখার কারণে শয়তান আমাকে ওয়াস-ওয়াসা দিতে চায়। যা আমার প্রশংসা করার মাধ্যমে, আমি তখনই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং এই কারণে আমি যখনই কোথাও যাই কিংবা যখন কোথাও ওয়াজ করতে বা তাফসীর করতে যাই তখন এমন পোশাক আশাকে যাই যেন সাধারণের চাইতে আমাকে পৃথক করে দেখার কেউ সুযোগ না পায়।

এভাবে নিজেকে অপরের চাইতে ছোট মনে করে ৭০ বছর কাটিয়ে দিয়েছি। এখন আল্লাহর কাছে হর হামেশা মুনাজাত করি যে ঐ সর্বনাশা ধারণা আমার মধ্যে এক সেকেন্ডের জন্যেও সৃষ্টি না হয় যে আমি কারো চাইতে বড়। বরং আমি একটা জিনিসের উপর আমল করি যা আমি এই জন্যে বলছি যে যদি এর থেকে কেউ কোন শিক্ষা খুজে পান তাহলে তা যেন গ্রহণ করতে

freepdfboi.com

পারেন তা হচ্ছে এই যে যারা আমার বই প্রকাশ করেন তারা আমাকে বারং বার বলেছেন আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনীটা লিখে দিন যা আমরা বইয়ের ব্যাক পেজে সংক্ষিপ্তকারে প্রকাশ করলে যেন আমার বইয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষনটা আরো তুলনামূলক ভাবে বেশী সৃষ্টি হতে পারে।

তার জবাবে আমি মুখেও যেমন বলি তেমন আমার বইতেও লিখেছি। আমার লেখাগুলো কারো কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলে তিনি তা পড়বেন আর কারো পছন্দ না হলে তিনি তা পড়বেন না। আমি তো মাইকের হর্ণের মতো কাজেই মাইকের হর্ণের কি মর্যাদা থাকতে পারে? মর্যাদা তারই যার কথা মাইকের মাধ্যমে শুনি। তাই আমার মুখদিয়ে যা বা আমার লেখা থেকে কেউ কোন উপকার পেলে তার জন্যে আমি কোন প্রশংসা পাওয়ার হকদার নই। প্রশংসা যদি কিছু পাওনা হয় তবে আমাকে দিয়ে যিনি বলান এবং আমাকে দিয়ে যিনি লেখান প্রশংসা সবটুকু তাঁর। কাজেই তাকে চিনুন আমাকে চেনার কোন দরকার নেই।

৫নং শিক্ষা ঃ আল্লাহ ইবলিসকে বুঝার সুযোগ দিয়ে ছিলেন যে, তুই ভুল করেছিস। তোর আত্মপক্ষ সমর্থন করে কোন কথা বলবার থাকলে বল। যেমন আদম (আঃ) ও হাওয়া বিবিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার থাকলে বলতে বলেছিলেন। এই সুযোগ না দিলে ইবলিস পরকালে আল্লাহকে বলতো যে আল্লাহ আমি তো নাফরমান ছিলাম না কিন্তু তোমার একটি হুকুম কেন মানলাম না, তা তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেসা করলে না। জিজ্ঞেস করলে তো আমি বলতে পারতাম কোন যুক্তিতে আমি আদম (আঃ) কে সিজদা করিনি।

আদম (আঃ) আত্মপক্ষ সমর্থন করে এমন কিছু যুক্তি অবশ্যই দিতে পারতেন। তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বলতে পরতেন যে, আল্লাহ তুমি শয়তানকে আমার কাছে আসতে দিলে কেন। আসতে না দিয়ে তুমি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করতে পারতে। তা কেন করলে না। নিজেকে নির্দোষ করার জন্য এরূপ আরো কিছু কথা বলতে পারতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু না বলে মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন আল্লাহর নিষেধ আমি অমান্য করেছি এটাই আমার অন্যায়।

তাই সোজাসুজি কোন কৈফিয়ত না দিয়েই নিজের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন। এরূপ ইবলিসও কোন কৈফিয়ত ছাড়াই আল্লাহকে বলতে পারতো যে আল্লাহ তোমার হুকুম অমান্য করে আমি অন্যায়

freepdfboi.com

করেছি আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ কর। তাহলে ইবলিসকে অবশ্যই শয়তান হতে হতো না। কিন্তু তা না করে ইবলিস এমন প্রশ্ন তুললো যে সে আল্লাহকেই দুষি করে ফেললো এই কথা বলে যে আল্লাহ তুমি জান যে আমি আগুন থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং আদম (আঃ) মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি আদমের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এটা জানার পরও কেন আমাকে এই অপমান কর (?) কাজের হুকুম দিলে যে, আমার চাইতে নিম্ন মানের তাকে সিজদা করতে তুমি হুকুম দিলে?

এর থেকে বুঝা গেল দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছে যারা অপরাধ করলে তাকে অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নানান প্রকার কুযুক্তির অবতারণা করে, কিন্তু নিজের দোষ কিছুতেই স্বীকার করবে না। তাদের এই কাজকে আদম (আঃ)-এর এবং ইবলিসের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তার কুযুক্তি হুবহু ইবলিসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তখন তাকে ধরে নিতে হবে এ ব্যক্তি ইবলিস স্বভাবের। কাজেই এর পরকাল ইবলিসের সঙ্গে হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

৬নং শিক্ষা ঃ আল্লাহ্ প্রত্যেকের মনের অবস্থা জানেন। এই মনের অবস্থা যদি প্রকাশ করার ব্যবস্থা না করে কাউকে বেহেস্তী এবং কাউকে দোজখী বলে পরকালে রায় দিতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে বলত যে, আল্লাহ্ তুমি আমার আমল দেখে আমাকে দোজখে যাওয়ার হুকুম দিলে। আর ওর মধ্যে এমন কি আমল দেখলে যে ওকে বেহেস্তে দেয়ার হুকুম দিলে, তখন আল্লাহ্ যদি বলেন যে, আমি আলেমুল গায়েব হিসাবে জানি যে, তুমি দুনিয়ায় কোন হুকুম অমান্য করতে আর কে কোন হুকুম অমান্য করতো না। কিয়ামতে এ প্রশ্ন মানুষ যেন করতে না পারে সেই জন্য আল্লাহ্ মানুষকে এমন পরীক্ষায় ফেলেন যেন তার মনের অবস্থা প্রকাশ হয়ে যায়।

এ কারণেই আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে আগুনের মধ্যে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেই যদি ইব্রাহিম (আঃ)-কে আল্লাহ্ তৎকালীন পৃথিবীর জন্যে নেতা নিযুক্ত করে দিতেন বা উচ্চ মর্যাদা করে দিতেন তাহলে তো অন্যেরা একথা অবশ্যই বলার সুযোগ পেত যে হে আল্লাহ তুমি ইব্রাহিম (আঃ) এর মধ্যে এমন কি জিনিষ পেলে যার জন্যে তাঁকে এত মর্যাদা দিলে এ কারণে মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্যেই ইব্রাহিম (আঃ) এর মনের অবস্থা জগতের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। যার কারণে ইব্রাহিম (আঃ)কে উচ্চ

freepdfboi.com

মর্যাদা দেয়ার কারণ সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ্ তাঁর প্রত্যেক নবী রাসূলকে এমন কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন যার জন্যে কিয়ামতের দিন নবী রাসূলগণকে উচ্চ মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে না, শয়তান চেয়েছিলে যে তাকে পরীক্ষায় না ফেললেই ভাল হতো। তাই সে বললো "ফা বিনা আগওয়াইতানি" অর্থাৎ তুমি আদমকে সিজদার হুকুম দিয়েই তো আমাকে ফাসিয়ে দিলে, তোমার মাখলুক জানতে পারল যে আমার মনের মধ্যে অহংকার ছিল, যদি আদমকে সিজদা করার হুকুম না দিতে তাহলে তো আমি মুয়াল্লিমুল মালাকুত ফেরেস্তাদের ওস্তাদ হিসাবে কিয়ামতে মর্যাদা পেতাম। তুমি এই হুকুম দিয়েই তো আমার সর্বনাশ করলে। আর আল্লাহ্ হুকুম এই জন্যে দিলেন যেন তার দিলের আসল অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং পরকালে যেন সে মুতাবিক তার যাজা বা সাজা দেয়া যায়।

৭ নং শিক্ষা ঃ ইবলিশ তার স্ব স্বভাবে চিহ্নিত হওয়ার পর আল্লাহর কাছে শক্তভাবে চ্যালেঞ্জ করে বললেন যে তোমার এক বান্দার (আদমের) কারণে যখন আমাকে জাহান্নামী হতে হলো তেমন তুমি আল্লাহ্ দেখেনিও তোমার বান্দাদের আমি বেহেস্তের পথ থেকে ফিরাবই সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর আমি আঁড় হয়ে দাঁড়াবই। এ পথে তোমার বান্দাদের আমি যেতে দেবই না। আমি তোমার বান্দাদের ঘেরাও করে রাখব।

১. সামনের দিক থেকে।

২. পিছনের দিক থেকে।

৩. ডাইনের দিক থেকে।

৪. বামের দিক থেকেও।

অর্থাৎ ইবলিস কঠিন শপথ নিল যে তোমার বান্দারা কি করে বেহেস্তের পথে পা বাড়ায় আমি তা দেখে নিবই। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে এবং ভুললে চলবে না যে, শয়তান আমাদের চারিদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে। আমরা যদি সার্বিক সাবধানতা অবলম্বন না করি তবে ইবাদতের নাম করে শয়তান আমাদের এমন ভাবে সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে সরিয়ে দেবে যা আমরা টেরও পাব না। সে জন্যে আমাদের উচিত ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে কুরআনী জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করা এবং শয়তান কোন কোন

freepdfboi.com

রাস্তায় কিভাবে আমাদের ধোকায় ফেলতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। নইলে মনে রাখতে হবে শয়তান তার চ্যালেঞ্জকে কার্যকর করার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের পিছনে মরিয়া হয়ে লেগে আছে।

উদাহরণ ছাড়া কথা বললে অনেক সময় মানুষ বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি যথাঃ

আমাদের সমাজের বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দ্বীনদার লোক বলে থাকেন আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়বে না এতে বিভ্রান্ত হওয়ার ভয় আছে। বাস বহুলোক একথা মেনে নেয়, কিন্তু তারাই হাদীসের বাংলা অনুবাদ প্রত্যহ লোকদেরকে পড়ে শুনিয়ে থাকেন। এদেরকে ইবলিস শিখাল যে খোদ আল্লাহর কথা বোঝার দরকার নেই, শেখো রাসূলের কথা।

এখন প্রশ্ন

১. কুরআনের কথা বাংলায় অনুবাদ করে পড়ায় যদি দোষ হয় তবে হাদীসের কথা বাংলায় অনুবাদ করে পড়ায় দোষ হবে না কেন?

২. যদি রাসূলের কথায় ইসলাম বুঝা ও বুঝানোর জন্যে যথেষ্ট হয় তবে কুরআন নাজিলের দরকারটা কি ছিল?

৩. কুরআনের মধ্যে একটিও জাল আয়াত নেই কিন্তু হাদীস বিভিন্ন ধরণের রয়েছে যার মধ্যে জাল হাদীসও রয়েছে। কাজেই অশিক্ষিত লোকদের যদি জাল হাদীস বাংলায় অনুবাদ করে শোনান হয় তবে তাতে বিভ্রান্ত ছাড়ানোর আশংকা বেশী নাকি যার মধ্যে (আল-কুরআনে) কোন জাল আয়াত নেই তা শুনলে বিভ্রান্ত হওয়ার ভয় বেশী।

৪. আরবী হাদীস যদি বাংলায় অনুবাদ করা জায়েজ থাকে তাহলে আরবী কুরআন বাংলায় অনুবাদ করা নাজায়েজ হলো কোন যুক্তিতে?

৫. ধরে নিলাম যে যারা আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেন তারা বেআলেম, কিন্তু যারা হাদীস বাংলায় অনুবাদ করেন তাদেরকে তো অবশ্যই ভাল আলেম বলে আপনারা জানেন। তাহলে সেই বড় আলেমগণ যারা হাদীসকে বাংলায় অনুবাদ করেন তারাই তো কুরআনের অনুবাদ ও করতে পারেন কিন্তু তারা তা করেন না কেন?

freepdfboi.com

৬. খোদ আল্লাহই যখন বলেছেন সুরা আল কাসাসের ১৭,২২,৩২,ও ৪০ নং আয়াতে।

আমি এই কুরআনকে উপদেশ দানের বা উপদেশ বুঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতঃএব কে আছ তোমরা উপদেশ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত। কুরআন বুঝা যখন সজহ তখন আমরা কি করে বলতে পারি যে কুরআন বুঝা কঠিন? এভাবে বলা কি আল্লাহ্ বিরোধী কথা নয়?

৭. এসব বাস্তব যুক্তি মানতে আমরা কি মনের দিক থেকে প্রস্তুত আছি? এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেই ইবলিসের খপ্পর থেকে বাঁচতে হবে।

শয়তান যে কত দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করে তা চিন্তা করলে অন্য কেউ না হলেও আমার নিজের কথা বলছি। আমি নিজে খুবই অস্তির হয়ে উঠি এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাই যে আল্লাহ্ শয়তানের শয়তানীর হাত থেকে বাচাও।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, আল্লাহ্ আপনাকে মহামূল্যবান জ্ঞান দিয়েছেন এই জ্ঞানকে যদি আপনি সঠিক ভাবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারেন তবে আপনার ঈমানকে ধরে রাখতে পারবেন এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকেও বাঁচতে পারবেন।

৮ নং শিক্ষা ঃ আল্লাহ্ কেন পরীক্ষায় ফেলেন এই শিক্ষাটাও আমাদের সঠিক ভাবে অনুধাবন করা উচিত এবং এটাও চিন্তা করে দেখা উচিত যে বহু ঈমানদার লোকদের দেখি তারা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এভাব খটকা মনে মাঝে মাঝে উদয় হয়। কাজেই এ খটকাও দূর করা দরকার। এবার এদুটো বিষয়ের উপর কিছু চিন্তা করা যাক।

১. আমাদের যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি পরীক্ষা ছাড়াই কাউকে ১ম বিভাগে পাশ করান হয় আর কাউকে ফেল করিয়ে দেয়া হয়। এরপরে যদি ঐ শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে আপনি এভাবে কাউকে ১ম বিভাগে কাউকে ২য় বা ৩য় বিভাগে পাশ করালেন আর কাউকে ফেল করালেন এর কারণ কি? তিনি যদি বলেন যে ওরা ১০ বছর একটানা আমার কাছে পড়েছে তাই আমি জানি কে কেমন ছেলে এবং জানি পরীক্ষা নিলে কে কেমন ফল পেত। আমার জানার ভিত্তিতেই আমি বিনা পরীক্ষায় কাউকে পাশ করিয়েছি আর কাউকে ফেল করিয়েছি। তাহলে কোন ছাত্রই শিক্ষকের এ যুক্তি গ্রহণ করতো না তারা

freepdfboi.com

বলত আপনি পরীক্ষা নিয়েই দেখতে পারতেন আমাদেরকে কেমন রেজাল্ট করতে পারি। তখন শিক্ষককে অবশ্যই লা জবাব হতে হতো।

এই জন্যই পরীক্ষার বিধান রয়েছে। ঠিক তেমনই আল্লাহও বিনা পরীক্ষায় কারো মর্যাদা বেশী কারো মর্যাদা কম দিলে কিয়ামতের দিন বিচারের মাঠে আল্লাহকে কেউ ন্যায় বিচারক হিসাবে মানবেনা, আপনীও মানবেন না আমিও মানব না, এই জন্যই আল্লাহর পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আর পরীক্ষা মানুষের আমলের দ্বারা এবং তাকে কোন ফেতনার ভিতর ফেলেই তার আমলেরও ঈমানের যাচাই বাছাই আল্লাহ করেন।

এরপরও একটা কথা থেকে যায়। তাহচ্ছে এই যে টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ না করলে তার ফাইনাল পরীক্ষা নেয়া হয় না। আর টেষ্টে পাশ করলেই যে ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করবে তারও কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। এই জন্যে মানব সমাজে যেমন টেষ্ট পরীক্ষা আছে তেমন আল্লাহর নিকটও টেষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যেমন ইব্রাহিম (আঃ) সর্ব প্রথম চিন্তার বিশুদ্ধতার পরীক্ষা দিয়ে যখন উতরে গেলেন। অর্থাৎ তারকা চাঁদ সূর্য কেউযে দেবতা হতে পারে না এটা কোন শিক্ষক তাঁকে শেখান নি, এটা তাঁর নিরপেক্ষ চিন্তা দ্বারা বুঝতে পেরেই আল্লাহকে বললেন "ইন্নি অজ্জিহাতু অজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাচ্ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।" অর্থাৎ বর্তমান সামাজের সবগুলো মানুষ সৃষ্টি কর্তা সম্পর্কে যে ভুল চিন্তার মধ্যে রয়েছে আমি তার থেকে পৃথক হয়ে একনিষ্ঠভাবে তারই দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি একাই এ সমাজের ভুলচিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে পড়লাম। আমি এখন থেকে আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। এইটাই ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর টেষ্ট পরীক্ষার ফল। এরপরই আগুনে যাওয়ার মত পরীক্ষা, সদ্য প্রসূত সন্তান ও স্ত্রীকে নির্বাসনের ব্যবস্থা এবং ফাইনাল পরীক্ষা হলো ছেলে কুরবানীর পরীক্ষা।

এসব পরীক্ষায় তিনি পাশ করলেন। কিন্তু ইবলিস ফাইনাল পারীক্ষায় এমনভাবে ফেল করলো যে তা একেবারে চরম ফেল। আল্লাহ যদি টেষ্ট পরীক্ষার পরে আদম (আঃ) কে সিজদা করার হুকুম দিয়ে ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে ইবলিসের মধ্যে অহংকার ছিল ওটা চাপা-ই রয়ে যেত এবং যে অহংকারীদের থেকে আল্লাহ বেহেস্তকে পাক রাখবেন তা আল্লাহ পারতেন না। ইবলিসের মত চরম অহংকারীকেও বেহেস্তো দিতে হতো এবং

freepdfboi.com

বেহেস্তে গিয়ে বেহেস্ত নাপাক করে ফেলত। আর যে অহংকারীদের জন্যে আল্লাহ দোজখ তৈরী করে রেখেছেন সেই দোজখ ঐ অহংকারীকে ধরতে পারত না। এই জন্যে আল্লাহ পাক তাকে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন যে পরীক্ষায় তার অন্তরের ভিতরের গোপন অহংকার প্রকাশ হয়ে পড়ল। এইটাই আল্লাহর বিজ্ঞেচিত ব্যবস্থা।

এরপর লক্ষনীয় যে, কোন কাজ না দিলে কাউকে পরীক্ষা করা যায় না, আর যারা কোন কাজ নিতে চায় না তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই বেহেস্তে যাওয়ার সার্টিফিকেট পেতে চায়, যা আল্লাহর বিধানের খেলাফ।

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কথা বলি যেমন ধরুন আপনি কিছু লোকের প্রশংসা করেছেন এভাবে যে–

১. যায়েদ এত ভাল লোক যে সে জীবনেও কোন মেয়ে ছেলের বা কোন মহিলার দিকে নজর করে দেখেনি, এটা অবশ্যই প্রশংসার কথা।

২. আর বললেন খালেদ জীবনেও কোনদিন মিথ্যা কথা বলেনি, এটাও তার প্রশংসার কথা।

৩. বললেন আমর জীবনেও কোনদিন গান শোনেনি, এটা অবশ্যই তার প্রশংসার কথা।

৪. বললেন তারেক জীবনেও কারো কাছ থেকে নয়া পয়সাও ঘুষ খায়নি এটাও তার প্রশংসার কথা।

৫. বললেন হারেস জীবনেও কাজে ফাকি দেয়নি এটাও তার প্রশংসার কথা। কিন্তু এর এটাও প্রশংসার কথা হবে না যদি এমন হয় যে–

১. যাবেদা একজন জন্মঅন্ধ কাজেই মেয়ে লোক দেখেনি এটা তার জন্য প্রশংসার কাজ হতো যদি তার দৃষ্টিশক্তি থাকতো। জন্মঅন্ধের জন্যে এটা কোন প্রশংসার ব্যাপার নয়।

২. খালেদ একজন বোবা, সে কথাই বলতে পারে না, কাজেই সে মিথ্যা বলেনি এটা তার জন্যে কোন প্রশংসার কথা নয়, যদি বাকশক্তি থাকত সে মিথ্যা না বলত তবেই হতো তার জন্য প্রশংসার কথা।

৩. আর আমর একজন বধির কাজেই তার গান না শোনা কোন প্রশংসা পাওয়ার ব্যাপার নয়।

freepdfboi.com

৪. তারেক কোনদিনও এমন কোন পোষ্টে চাকুরী করেনি যেখানে চাকুরি করলে ঘুষ তার সামনে আসতো। কাজেই সে যে ঘুষ খায় না তা প্রমাণ হতো যদি তাকে কেউ ঘুষ দিতে যেত আর যদি তা না নিত। তাহলেই এটা তার প্রশংসার ব্যাপার হতো।

৫. হারেস তার জীবনেও কোনদিন কোন কাজের দায়িত্ব নেয়নি কাজেই সে কাজে ফাঁকি দেয়নি এটা তার জন্যে কোন প্রশংসার কথা নয়, এটা প্রশংসার কথা হতো যদি কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে তাতে ফাঁকি না দিত তাহলেই।

ঠিক তেমনই যে ইসলামকে কায়েম করার জন্য কোন দায়িত্ব নেয়নি সে টেষ্ট পরীক্ষা দিল না, কাজেই আল্লাহ্ তার ফাইনাল পরীক্ষাও নিবেন না, আর এ দেখে মনে করা উচিত হবে না যে, এ লোকটা খুব দ্বীনদার পরহেজগার লোক। দ্বীনদার পরহেজগার হিসেবে তখনই সে প্রমাণিত হতো যখন দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব নিত, তবে টেষ্ট পরীক্ষাও তার সামনে আসত, এরপর টেষ্টে এলাউ হলে ফাইনাল পরীক্ষাও তার সামনে আসত, এরপর প্রমাণ হতো যে সে কি বেহেস্তের সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য না কি দোজখের সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্ মানুষকে ঘরের কোনে বা মসজিদের কোনে বসে জীবন যাপন করতে বলেননি! বলেছেন কাজ করতে এবং কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে যে সে কি প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য।

ইবলিসের ইবাদতে কোন ফাকিবাজী ছিলনা, বহুত ইবাদত বন্দেগী করেছে। কিন্তু যখনই বাস্তব পরীক্ষার সম্মুখীন করা হলো তখনই তার দীর্ঘ জীবনের ইবাদত–বন্দেগীর আসল গুমোর ফাঁস হয়ে গেল।

শুধু যদি মসজিদের কোনায় বসে আল্লাহর জিকির করলে আর যথারীতি নামায রোযা করলে বেহেস্তের সার্টিফিকেট পাওয়া যেত তাহলে রাসূল (সাঃ) কে –

১. হিজরত করা লাগতো না।

২. তায়েফের বাবলা বনে মার খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো না।

৩. শীবে আবু তালেবে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হতো না এবং গাছের পাতা, ঘাস, উটের শুকনো চামড়া ইত্যাদি খাওয়া লাগত না।

৪. ওহুদের যুদ্ধের মাঠে দাঁত ভাঙ্গা লাগত না। এমনকি তাঁর জীবনে কোন বিপদ আপদই আসত না যদি তিনি সমাজের সর্বত্র ইসলাম কায়েমের

freepdfboi.com

দাবী না তুলতেন। ঠিত তেমনই আমরাও যদি ইসলাম কায়েমের দাবী তুলি তাহলে আমাদেরকেও এমন চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন হয়েছেন নবী রাসূলগণ। এসব বুঝতে হলে মনকে একেবারেই ধুয়ে মুছে নিরপেক্ষ করে নিতে হবে। নইলে এ সব কিছুই মাথায় ধরবে না এবং মনে রাখতে হবে যে শয়তান আমাকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আপনি আপনার নিজের মনদিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন এ পর্যন্ত পড়ে আসার পর শয়তান আপনার মনে এমন সংঘাতিক মারনাস্ত্র নিক্ষেপ করবে যে তার হাত থেকে আপনাকে আত্মরক্ষা করা অত্যান্ত কঠিন হয়ে পড়বে। যেমন শয়তান অবশ্যই আপনার মনের মধ্যে এসে এই ওয়াস ওয়াসা দেবে যে পাড়লে তো এতক্ষণ বুঝলে কিছু?

দেখ তো লেখকটা কে? সে কোন দলেন লোক, যে যত কথাই বলুক না কেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে তোমাকে তার দলে টানার চেষ্টা করবেই। কাজেই ওর কথা শুনোনা, তুমি যদি নিজেকে অপবিত্র করার হাত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে কোন ঝুঁকি ঝামেলার ভিতর না গিয়ে পীর সাহেবের কাছে মুরিদ হয়ে বা অমুকদের সাথে মিশে এমন ভাবে ইসলামের কাজ করবে যেন জীবনেও কোন দিন কোন বিপদের সামনে না পড়েই বেহেস্তে যাওয়া যায়। এভাবে যদি ইবলিস কাউকে বুঝিয়ে নিতে পারে তাহলে তার আমি কি উপকার করে দিতে পারব লেখর মাধ্যমে বা ওয়াজের মাধ্যমে? তাকে আল্লাহর দয়ার উপর সোর্পদ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। কাজেই আমি আবারও বলছি মনকে নিরপেক্ষ করুন। আল্লাহর দেয়া মহামূল্যবান বিবেককে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর মত কাজে লাগান তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাবেন এবং শয়তানের বেড়াভেঙ্গে বেহেস্তের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে পারবেন।

সূরা হিজরের ৩০ থেকে ৩৩ নং আয়াত পর্যন্ত দেখুন ইবলিস সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেন।

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ- اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ- قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ- قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ-

freepdfboi.com

অনুবাদঃ ফলে সব ফেরেস্তাই সিজদা করলো, কিন্তু ইবলিস সিজদা করলো না। সে সিজদা কারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করলো। ---- রব জিজ্ঞাসা করলো হে ইবলিস তোর কি হয়েছে তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলিনা? সে বললো এটা আমার কাজ নয় যে আমি এই মানুষকে সিজাদ করব। যাকে তুমি পঁচামাটি হতে সৃষ্টি করেছ।

উদ্দেশ্য শয়তানের কার্যকলাপ থেকে শয়তানী চরিত্রটা কেমন তা জানা এবং সেইরূপ চরিত্রে যেন নিজের মধ্যে সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে মূলতঃ ২টি প্রধান শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যথাঃ

১. কার জন্ম কোথায়, কোন বংশে ইত্যাদি দেখার কোন বিষয় নয় দেখার বিয়ষ বস্তু হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মানা হচ্ছে কি না।

২. আমি বহুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি এবং এই মাত্র গত সাপ্তাহেও পরীক্ষা হলো যে, এক মসজিদে আমার তাফসির করার দাওয়াত হলো, এ মহল্লায় এক মাদ্রাসার মুহাদ্দিসগণ তারা নিজেরা সেখানে আসেননি এবং ছাত্রদের নিষেধ করেছেন যে তারাও যেন এ মাহফিলে ওয়াজ বা তাফসীর শুনতে না আসে। কারণ আমি কি বলব, তার মধ্যে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা আছে কিনা তা দেখা এবং শিক্ষণীয় কিছু থাকলে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কোথাও কোন ভুল কথা বললে মাদ্রাসর হুজুরদের সেখানে উপস্থিত থেকে আমার যদি ভুল বলা হয় তবে তা কুরআন হাদীসের আলোকে দলীল দ্বারা সংশোধন করে দেয়া, কিন্তু তা না করে হুজুররাও এলেন না এবং ছাত্রদেরও আসতে দিলেন না।

কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ তাফসীর মাহফিল যে মসজিদে হলো সেই মসজিদের ইমাম সাহেব মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। কাজেই তিনি তো আর অনুপস্থিত থাকতে পারে না, তিনি ছিলেন, আমার সব কথাই শুনলেন এবং মন্তব্যও করলেন যে, কুরআন থেকে এসব জ্ঞান আমাদের আর্জন করা উচিত। এরপর তিনি আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনে ফেললেন এবং বললেন হুজুর আমাকে কি চিনতে পেরেছেন? আমি দেখলাম যে চেহারা যেন দেখা মনে হচ্ছে কিন্তু কবে কোথায় দেখেছি তা মনে করতে পরছিলাম না, আমি এই কথাই ইমাম সাহেবের কাছে বললাম তিনি বললেন দেখুন তো ১৯ বছর পূর্বে আপনি অমুক মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন কিনা এবং আমাকে সেখানে দেখেছিলেন কিনা। তখন আমার সব কথা মনে পড়ে গেল এমনকি অনেক কথাই মনে পড়লো যা সে ইমাম

freepdfboi.com

সাহেবকে আমি এক এক করে বলতে রইলাম এবং শুনেত রইলেন আর বললেন যে হ্যাঁ, এসব কথাও আমার মনে পড়ছে। পরে পরিচয়ের পর অনেক্ষণ আমার সঙ্গে কাটালেন। আমার তাফসীরের প্রশংসা করলেন উপস্থিত লোকদের সামনে।

বললেন আমি এ হুজুরকে ১৯ বছর পূর্বে থেকে চিনি।--- এরপরও কেন মাদ্রসার অন্য কোন শিক্ষক এলোনা? এলেন না মাত্র একটাই কারণে যে, আমার কথা শোনার পূর্বেই ধারণা করে নিয়েছেন যে, আমি যেহেতু একটা ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন করি কাজেই আমার মুখদিয়ে কুরআন-হাদীসের কথা শোনা যাবে না।

কিন্তু উপরোক্ত আয়াত থেকে কি বুঝা গেল? আসলে দেখার জিনিষ তো এইটাই যে আমি যেই হই না কেন সেটা না দেখে আমি কি বলি তাই শোনা বরং আমার প্রতি তাদের খারাপ ধারণা থাকলেও তো তারা সুযোগ পেয়েছিলেন আমার কথা শোনার এবং কিছু ভুল কথা বল্লে জনগণকে সঙ্গে সঙ্গে হুশিয়ার করে দেয়া। নইলে তাদের মাদ্রাসার পার্শ্বে আমি ভুল ওয়াজ করে লোকদের বিভ্রান্ত করব এই নিয়তে তারা এলেন না এবং তাঁদের ছাত্রদের বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করলেন? কিন্তু যারা টাকা দিয়ে সেই মাদ্রাসা চালাচ্ছেন এবং যারা তাদের লজিং রেখেছেন তাদেরকে আমি বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গেলে তাদেরকেও তো বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আমার মাহফিলে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল এবং আমার কথা শেষ হওয়ার পর স্থানীয় জনগণকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত ছিল যে এই আগন্তকের কথার মধ্যে কুরআন হাদীসের খেলাফ এই এই কথা বলেছেন। আমার মতে এইটাই তো হুজুরদের করণীয় ছিল। কিন্তু তারা তা করলেন না। এর পিছনে মূল কারণটা কি ছিল? কারণটা কি এই ছিলনা যে অমুকের কথা আমরা শুনবো? এটা তো হতেই পারে না, কারণ আমরা তাঁর চাইতে শ্রেষ্ট।

৫. সূরা বনি ইস্রাইলের ৬১ নং আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ

আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ফেরেস্তাদের বললাম যে আদমকে (তাযীমি) সিজদা কর তখন সব ফেরেস্তা সিজদা করলো কিন্তু ইবলিস সিজদা করলো না।

freepdfboi.com

৬. সূরা কাহাফের ৫০ নং আয়াতে ঐ একই ভাষায় উপরোক্ত কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছেন আল্লাহ।

৭. অতঃপর সূরা ত্বহার ১১৬. ১১৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ- اَبٰى فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى

স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা, যখন আমি ফেরেস্তাদের বলেছিলাম যে, আদমকে একটা (তাজিমী) সজিদা কর, অতঃপর সকলে সিজদা করল কিন্তু ইবলিস অস্বিকার করে বসল। অতঃপর আমি বললাম হে আদম এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুষমন। এমন যেন না হয় যে এ তোমাদেরকে বেহেস্ত থেকে বের করে দেবে আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে।

৮. সূরা আশ শোয়ারার ৯৫ নং আয়াত ঃ

وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ-

আর ইবলিসের সৈন্যদের সবাইকে (জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে)।

৯. সূরা সাবা ২০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

তাদের ব্যাপারে নিজের ধারণাকে নির্ভুল মনে করল, এবং তাহারই অনুসরণ করল অল্প সংখ্যক লোক যারা মোমেন ছিল তারা ছাড়া (আর সবাই শয়তানের অনুসরণ করল)।

১০+১১. সূরা সোয়াদের ৭৩,৭৪, নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَسَجَدَ الْمَلٰۤئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ- اِلَّآ اِبْلِيْسَ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

freepdfboi.com

অতঃপর এই হুকুম অনুযায়ী ফেরেস্তারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল কিন্তু ইবলিস নিজে বড়ত্বের অহংকার দেখাল এবং কাফেরদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেলো।

এ আয়াত গুলোর ব্যাখ্যা যেহেতু পূর্বেই এসেগেছে এই জন্যে শুধু আয়াতের অনুবাদ দিয়েই ইবলিস নামের আয়াতগুলো এখানেই শেষ করা হলো। এবার শুরু হচ্ছে শয়তান নামের আয়াত।

শয়তান নামের আয়াত

১২. *সূরা বাকারার ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ*

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوٓا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ-

আর যখন তারা ঈমানদার লোকদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নিরিবিলিতে তারা তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয় তখন বলে আসলে তো আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। আর ওদের আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কাফের মুশরিকদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, এবং যারা মুমেন ও কাফেরদের উভয় দলকে বলে আমরা তোমাদের সাথে আছি তারা হচ্ছে চরম মুনাফিক।

১৩. *ঐ একই সূরার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ*

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ-

অতঃপর শেষ পর্যন্ত শয়তান উভয়কে (হজরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে) সেই গাছ সম্পর্কে প্রলোভিত করে আমার নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত করল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা হতে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেই ছাড়ল।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান যার পিছনে লাগে তাকে সে সহজে ছাড়ে না। তার পন্থাই হলো সে মানুষকে যে কোন লাভের লোভ দেখায় তার পর মানুষ লোভে

freepdfboi.com

পড়ে যায়। আর শয়তানের লোভে প্রলুব্ধ হয়েই শয়তানী কাজ করে বসে। এখানে শয়তান আদম (আঃ) ও হাওয়া বিবিকে লোভ দেখাল যে এই গাছের ফল খেলে একেবারে ফেরেস্তা হয়ে যাবে। আর বেহেস্ত থেকে বের হতে হবে না। হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া বিবি সরল মনে তার কথা বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে যাচ্ছি তা চিন্তা করেননি। চিন্তা করেছেন যে একাজ করলে বহুত সওয়াব হবে এবং এর মাধ্যমে আমরা চিরদিন বেহেস্ত থাকতে পারব।

এখন চিন্তার বিষয় ঃ–আজ আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখান হয় এবং সওয়াবের লোভ দেখিয়ে বেহেস্তে যাওয়ার কঠিন পথ থেকে মানুষকে সরাবার সহজ পথ দেখান হচ্ছে। বলা হচ্ছে এই দোয়া পড়লে ৪০ বছরের বা ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে আর আমরা বলছি 'সুবহানাল্লাহ' এ দোয়ার এত ফজিলত। এর মাধ্যমে প্রকারন্তরে গোনাহের প্রতি ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। মানুষ মনে করে ২/৫ টা গোনাহ করলে কি আর ক্ষতি হবে। অমুক দোয়া পড়লে তো ৪০ বছরের গোনাহ মাফই হয়ে যাবে। কাজেই ২/১ টা গোনাহের কাজে ভয়ের কিছু নেই।

এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে বহুত বহুত সওয়াবের লোভ দেখিয়ে কিছু না পারলেও কয়েকটা কাজ অবশ্যই পেরেছে। যথাঃ–

(১) শয়তান 'নেহীআনিল মুনকার' থেকে বিরাট একটা গ্রুফকে ফিরাতে সক্ষম হয়েছে।

(২) জিহাদ অপেক্ষা নফল নামাযের মর্যাদাকে বেশী করে দেখিয়ে মুসলমানদের জিহাদী চেতনা খতম করে দিচ্ছে এবং এ ব্যাপারে বিরাট একটা দলকে শয়তান বুঝাতে সক্ষম হয়েছে।

(৩) ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে একটা সিলেবাস তৈরী করে দেয়া হয়েছে। যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের জন্যে সিলেবাস করে দিলেন আল–কুরআন ও আল–হাদীস, যে কুরআনের একটা অক্ষরকে পর্যন্ত বাদ দেয়ার অনুমতি নেই। অথচ সেখানে ইসলামের প্রায় ৯০% বাদ দিয়ে আর ১০% আসল রেখে ৯০% মনগড়া কথা ঢুকিয়ে মুসলমানদের জন্যে একটা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস তৈরী করে দেয়া হলো। আর আমরা কি ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই আমরা তা মেনে নিলাম। মেনে নিলাম শুধু সহজ পথে বেহেস্তে যাওয়ার জন্যে।

freepdfboi.com

জেনে রাখুন আল–কুরআন অর্থই হচ্ছে (খাস করে মুসলমানদের জন্যে অবশ্য পাঠ্য) আর আল্লাহর দেয়া অবশ্য পাঠ্য একখানা কিতাব থাকা সত্বেও মুসলমানদের জন্যে আবার নতুন করে অন্য কিছু পাঠ্য হতে পারে? এই অবশ্য পাঠ্যকেও আরবীতে বলে নিসাব।

এভাবে মুসলমানদের মধ্যে শয়তান বহুদল উপদল সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেক দলই মনে করছে "আমরাই ঠিক পথে আছি" এইটাই আজ আমাদের মুসলিম সমাজের বাস্তব অবস্থা।

১৪. ঐ একই সূরার ১৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

ওহে মানব জাতি জমিনে যে সব হালাল জিনিস রয়েছে তা তোমরা খাও এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শয়তানের পদাংক অনুসরণ করার অর্থ হলো শয়তান যে পথে চলে সেই পথে চলা। এটা আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন।

১৫. ঐ একই সূরার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

১৬. ঐ একই সূরার ২৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَّاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

freepdfboi.com

শয়তান তাদেরকে দারীদ্রের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কাজের জন্যে প্রলোভিত করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান মুসলমানদের ৩টি ব্যাপারে গরীব হওয়ার ভয় দেখায়। যথাঃ–

১. ইসলামী আন্দোলনে শরীক হলে ক্রমান্বয়ে গরীব হয়ে যাবে বলে ভয় দেখায়।

২. সৎ কাজে অর্থ ব্যয় করলে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়।

৩. শয়তান বলে সৎভাবে টাকা কামাই করতে গেলে না খেয়ে মরতে হবে। তাই কিছু উপরি আয়ের ব্যবস্থা কর। ঘুস খাও সুদ খাও, ওজনে ফাকি দাও. ভেজাল মিশ্রিত কর ইত্যাদি কাজ না করলে এ জামানায় আর ভাত খেতে হবে না।

কাজেই সাবধান! শয়তানের এই সব প্রলোভনে যেন না পড়ি সেজন্য নিজেকে সর্বদা সজাগ রাখতে হবে।

১৭. ঐ একই সূরার ২৭৫ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰو–

কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার সুদ দ্বারা পাগল ও সুস্থ জ্ঞান শুন্য করে দিয়েছে। তাদের এইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতই জিনিস। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। এর ব্যাখ্যা উপরের আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

freepdfboi.com

১৮ ও ১৯. ঐ একই সূরার ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

অথচ তারা সেই সব জিনিষকে মানতে শুরু করল, শয়তান যা সোলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করতে ছিল। প্রকৃত পক্ষেঃ সোলায়মান (আঃ) কখনই কুফরী অবলম্বন করেননি। কুফরী অবলম্বন করেছে সেই শয়তান গণ যারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দান করতে ছিল। বেবিলনের হারুত ও মারুত ২ ফেরেস্তাদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল। তারা উহার প্রতিই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেস্তারা) যখনই এই জিনিসের শিক্ষা দিত তখন প্রথমেই এই কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুশিয়ার করে দিত যে, দেখ আমরা কিন্তু নিছক একটা পরীক্ষা মাত্র। তোমরা কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ো না।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ শয়তান মানুষকে বিপদগামী, পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ করায় সাধারণতঃ দুটি উপায়ে যথাঃ

(১) শয়তানের একটা কাজ হচ্ছে হাজারও যুক্তি ও পন্থার মাধ্যমে অন্যায় কাজের উপকারীতা দেখান।

(২) আর যুক্তি ও পন্থার মাধ্যমে ভাল কাজের অপকারীতা প্রমাণ করে দেখানোর চেষ্টা করে। এভাবেই শয়তান লোকদেরকে বিপথগামী করে।

সোলায়মান (আঃ) এর যুগেও শয়তান লোকদের এভাবে প্রচার করতেছিল যে যাদুতো একটা ভাল বিদ্যা। এ বিদ্যাতো খোদ আল্লাহর নবী হযরত সোলায়মান (আ এর ছিল তিনি নিজেই একজন বড় যাদুকর ছিলেন। শয়তানের এই মিথ্যা প্রচারণার জবাবে আল্লাহ বল্লেন, সোলায়মান (আঃ) কুফরী করেননি, অর্থাৎ যাদু হচ্ছে কুফরী। এ কাজ তিনি আল্লাহর নবী হয়ে করতেই পারেন না। বরং কুফরী করতেছিল শয়তানরা। এখানে সেই সব

freepdfboi.com

মানুষকেও শয়তান বলা হয়েছে যারা যাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করতো। তারা যাদু করে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করতো। একটা সুখের সংসারকে ভেঙ্গে চুরমান করে দিত।

এ সময় আল্লাহ নবীর মাধ্যমেও যাদুর অপকারীতা সম্পর্কে আল্লাহ লোকদের সাবধান করতে পারতেন। কিন্তু তাতে এমন কিছু কথা নবীর মুখ দিয়ে বের হওয়া লাগত যা কোন নবীর মুখে শোভা পায় না। তাই যাদুর অপকারীতা সম্পর্কে লোকদের হুশিয়ার করার জন্য বেবিলনে হারুত ও মারুত নামে দুই ফেরেস্তাকে পাঠান, তারা প্রথমেই বলে নিলেন যে আমরা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পরীক্ষামাত্র। তারা লোকদের যাদু শিক্ষা দিতেন কিন্তু যতক্ষণ না তারা ওয়াদা করতো যে, আমরা যাদু শিখে তা কোন খারাপ কাজে লাগাব না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যাদু শিক্ষা দিতেন না।

যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করছি ধরুনঃ আমার নিজের ব্যাপারেই একটা কথা বলে থাকি যে, আল্লাহর যত প্রকার গাছ পালা সৃষ্টি করেছেন তার সব কিছুই মানুষের উপকারের জন্যে কিন্তু এমনও গাছ আছে যে গাছের পাতাটা বোটা থেকে ছিড়লেই টপটপ করে ঐ গাছের রস পড়তে থাকে। তার মাত্র ৫ ফোটা রস যদি বিষাক্ত সাপে কামড়ান কোন রুগীকে খাইয়ে দেয়া যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রীয়া নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু যদি এমন লোককে খাওয়ান যায় যাকে বিষাক্ত সাপে কামড়ায় নাই। তাহলে সে উর্দ্ধে ১ ঘন্টা জীবিত থাকতে পারবে তার পর মৃত্যু ঘটবেই। আমি বলি যদিও সে গাছটা আমার চেনা আছে তবুও আমি বলব না। কারণ, যদি বলি তাহলে যার সঙ্গে শত্রুতায়ী আছে তাঁকে ৫ ফোটা রস যে কোন খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিলে ১ ঘন্টার মধ্যে সে মরে যাবে। তবে এই গাছ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে মারার জন্য নয়, বরং বিষাক্ত সাপে কাউকে কামড়ালে তাকে বাঁচানোর জন্যই। আমি বলি যদি কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পরে যে আমাকে শিখিয়ে দিন আমি এর দ্বারা লোকের উপকার করব এবং কখনও কারো ক্ষতি করব না। তবে তাকে আমি শিখিয়ে দিতে পারি। এরপর বহু লোকই এসে আমার কাছে ওয়াদা করেছে যে আমাকে শিখিয়ে দিন আমি মানুষের উপকারই করব, এবং কারুরই কোন ক্ষতি করব না। এর পরও আমি তা কাউকে শিখিয়ে দেই না। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে মনে হয় সারা জীবনে বোধ হয় ৪/৫ জন লোককে শিখিয়ে দিয়েছি যাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে এ দিয়ে সে কারো ক্ষতি করবে না, তাকেই শিখিয়ে দিয়েছি।

freepdfboi.com

হারুত ও মারুত ঠিক এইভাবে লোকের কাছ থেকে আগে আঙ্গিকার আদায় করে তারা বলেছে যে এই কথা বল্লে শয়তান তার উপর খুব খুশি হয়ে যায় তখন সে যা চায় (যাদু মন্ত্রের মাধ্যমে) শয়তান তাকে তা দেয়। কারণ শয়তান মানুষের সব ধরণের ক্ষতির পথ পন্থা জানে। (যাদু এই যে এমন কুফরী কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করায় যা মুখ দিয়ে যে কোন ব্যক্তি উচ্চারণ করলে শয়তান তার প্রতি খুশি হয়ে যায় এবং যাদুকর ঐ মন্ত্র পড়ে যা চায় শয়তান তা করে দেয়। এই হলো যাদুর আসল হাকীকত) তাহলে কোন কথা বল্লে শয়তান খুশী হবে যে কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা লাগে অথচ তা কুফরী কথা। এই জন্যে মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্যে কোন কথার দ্বারা কোন প্রকার যাদু করা যায় তা শিক্ষা দিলেন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে, নবীর মাধ্যমে নয়।

এরপর অঙ্গিকার করে যাদু শিখে সে যদি পরের ক্ষতি করে তাহলে সে যে কুফরী করবে তাও ফেরেস্তাদ্বয় তাদেরকে পূর্বে বলে দিয়েছেন এবং অঙ্গিকার নিয়েছেন যে তারা কোন ক্ষতি করবে না।

এভাবে কোন মন্ত্রের দ্বারা কি ক্ষতি করা যায় তা তো মানুষ মানুষের নিকট থেকেই শিখে তাদিয়ে মানুষের ক্ষতি করতো। কিন্তু আল্লাহ ফেরেস্তা পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে বলে দিলেন যে এ মন্ত্রের দ্বারা এই ক্ষতি করা যায়। কিন্তু তোমরা এ সব কাজ করো না, তাহলে তাতে কুফরী হবে এবং পরকালে জাহান্নামী হবে। এই হলো এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ব্যাখ্যা।

২০. সূরা আলে ইমরানের ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وانى سميتها مريم وانى اعيذهابك وذريتها من الشيطن الرجيم

যাই হোক আমি তার নাম রাখলাম মারিয়ম এবং আমি তাকে এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে মরদুদ শয়তানের ফেতনা হতে তোমারই আশ্রয়ে সোর্পদ করে দিচ্ছি। (কথাগুলো বলেছিলেন মারিয়মের মা)।

কারণ মারিয়মকে নিয়ে শয়তান বহু ধরণের ফাঁদ পেতেছিল। যা অনেকের জানা।

freepdfboi.com

২২. *ঐ একই সূরার ১৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ*

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوْا

অবশ্য তোমাদের মধ্যে যারা মুকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল এর কারন ছিল এই যে, তাদের কোন দূর্বলতার সুযোগে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল।

মুসলমানদের যে কোন ঈমানী দুর্বলতার সুযোগ শয়তান কখনই হাত ছাড়া করে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সচেতন থাকতে হবে সর্বদাই।

২৩. *ঐ একই সূরার ১৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ*

اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

এখন তোমরা জানতে পারলে যে মূলতঃ শয়তানই তার বন্ধুদেরকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। অতএব ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় কর। যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হও। ব্যাখ্যা ঃ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না,

২৪. *সূরা নিসার ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ*

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُوْنُ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا

আর সেই লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা শুধু তাদের ধন মাল লোকদের দেখিয়ে (সুনাম নেয়ার জন্যে) ব্যয় করে থাকে। আর প্রকৃত পক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আর না পরকালের প্রতি। আসল কথা এই য শয়তান যার সঙ্গি হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাপ সঙ্গিই জুটেছে।

freepdfboi.com

২৫. ঐ একই সূরার ৬০ নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ـ

অথচ শয়তান তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।

২৬ ও ২৭. ঐ একই সূরার ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْآ اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা লড়াই করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর যারা কুফরির নীতি অবলম্বন করে তারা লড়াই করে তাগুতের রাস্তায় অতঃএব তোমরা শয়তানের সঙ্গি সাথীদের সাথে লড়াই কর। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস কর যে শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই দুর্বল।

কি আশ্চর্য যে কিছু লোক যুদ্ধ করে, জান দেয় বেহেস্তে যাওয়ার জন্যে আর তারই পাশাপাশি কিছু লোক যুদ্ধ করে জান দেয়, শুধু মাত্র দোজখে যাওয়ার জন্যে। আল্লাহ্ এদের সুবুদ্ধি দাও।

২৮. ঐ একই সূরার ৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلاً

তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না হতো তাহলে তোমাদের মুষ্টিময় কয়েকজন ছাড়া বাকি শয়তানের অনুসারী হয়ে পড়ত।

কিন্তু তাদের প্রতিই রহমত নাযিল করেন যারা আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার মত মন নিজেরা পূর্ব থেকেই সৃষ্টি করে রাখে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন বিন্দুমাত্রও পক্ষ পাতিত্ব নেই।

freepdfboi.com

২৯ ও ৩০.ঐ একই সূরার ১১৭ থেকে ১২০নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

اَنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا - وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا - يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا -

এই ধরণের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবী বা নারীদের মুনিব রূপে গ্রহণ করে তারা সেই আল্লাদ্রোহী শয়তানকেও মুনিব রূপে মেনে নেয়।

আল্লাহ তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষন করেছেন (তারা তো সেই শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে শয়তান আল্লাহকে বলেছিল যে আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব (যারা আমার হুকুম মত কাজ করবে)

আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করবই। আমি তাদেরকে নানা প্রকার মিথ্যা আশা আকাংখার মধ্যে জড়িত করবই। আর আমি তাদের আদেশ করবই এবং তারা আমার নির্দেশ শুনে জানোয়ারের কানছেদ করবেই (যা ছিল জাহেলী যুগের প্রথা) আমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন এনেই ছাড়বে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্টপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল সে অবশ্যই ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হলো।

সে শয়তান এদের নিকট নানা প্রকার ওয়াদা করে এবং তাদেরকে (মিথ্যা) আশান্বিত করে। শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না।

আমি শুধু মাত্র এই কটা আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে একখানা বই লিখেছি যে বইটার নাম দিয়েছি 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন এবং প্রতিকারের উপায়' কাজেই

freepdfboi.com

একই বিষয়ে বার বার লেখা পাঠক পাঠিকাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে তাই এর ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হলো না। যারা ঐ বইটা পড়েননি তারা মেহেরবাণী করে এ আয়াত কটার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ঐ বই থেকে দেখে নিবেন বলে আশা রাখি।

৩১ ও ৩২. *সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

হে ঈমানদার লোকেরা মদ, জুয়া আস্তানা ও পাশা এই সবই নাপাক ও শয়তানী কাজ। তোমরা এ সব বাদ দাও। (তাহলে) আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

শয়তান তো চায় যে মদ জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখবে। এখন তোমরা কি এসব জিনিস বা কাজ থেকে বিরত থাকবে?

যত প্রকার অন্যায় কাজের আড্ডাখানা হলো মদ ও জুয়ার আস্তানা, এটা ব্যাখ্যার কোন অপেক্ষা রাখে না। এটাও সবাই জানে যে যেখানে মদের কেনা বেচা সেখানেই পতিতালয়। আর মদ ও জুয়ার মাধ্যমে অনর্থক মানুষের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয়। এবং এ সব শয়তানী কাজ কারবারই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরায় এবং নামায থেকেও সরায়। কাজেই এই সব শয়তানী কাজ না করার জন্য আল্লাহ খুব কড়াভাভে নির্দেশ দিলেন এবং বল্লেন মানুষকে জাহান্নামী করার জন্যই শয়তান এসব কাজ আবিষ্কার করেছে। এটা ভাল করে বুঝিয়ে দেয়ার পরেই বলছেন তোমরা কি শয়তানের এ চক্রান্তজাল ছিন্ন করে আল্লাহর পথে আসতে পার না?

freepdfboi.com

এর জবাবে আমাদের পক্ষ থেকে এরূপ জবাব আশা অবশ্যই উচিত যে হা আমরা কেন পারব না, অবশ্যই পারব।

৩৩. *সূরা আনয়ামের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ*

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এরূপ অবস্থায় আমার পক্ষ থেকে যখনই তাদের উপর (পরীক্ষার জন্য) কোন কঠোরতা এসেছে তখন তারা কোন নম্রতা ও বিনয় স্বীকার করেনি। বরং তাদের দিল তখন আরো অধিক শক্ত হয়ে গেছে। আর শয়তান তখন (সুযোগ বুঝে) তাদের এই সান্তনা দিচ্ছে যে তোমরা যা কিছু করতেছ তা ভালই করতেছ।

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে কোন ঝুকি ঝামেলার ভিতরে যাওয়া এবং বিভিন্ন কায়দায় কষ্ট পাওয়া যে তোমরা অপছন্দ করছ এটা তো ভালই করছ। শয়তান এই ভাবেই মানুষকে আল্লাহর পরীক্ষায় ফেল করার জন্য চরম চেষ্টা করে যাচ্ছে। তা বুঝলামনা আমরা তালকানা মুসলমানরা।

৩৪. *ঐ একই সূরার ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ*

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى
مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

আর শয়তান যদি কখনও তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয় তবে যখন এই ভুলের অনুভূতি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে তার পর আর জালেম লোকদের কাছে বসবে না।

যারাই দ্বীনের ব্যাপারে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে এই বিভ্রান্তি জ্ঞানে ধরা না পড়া পর্যন্ত বিভ্রান্তকারীর কাছে বসবেই। কিন্তু যখনই তাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে তোমার জ্ঞানে ধরা পড়ে যাবে তখন আর তাদের কাছে বসবে না। কারণ যত বেশী তাদের কাছে বসবে ততই তারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। মনে রেখ তারাই জালেম তাই খবরদার এই জালেমদের নিকট বসবে না।

freepdfboi.com

৩৫। ঐ একই সূরার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হে নবী তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর,আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে কি ডাকব যারা না আমাদের কোন উপকার করতে পারবে আর না আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে? বিশেষ করে আল্লাহ্ যখন আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন এখন কি আমরা উল্টা পায়ে ফিরে যাব? আমরা কি নিজেদের অবস্থা এমন ব্যক্তির ন্যায় বানিয়ে নেব যাকে শয়তান মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে দিয়েছে আর যে দিশেহারা বা পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা ঘুরে ঘুরে মরতেছে? অথচ তারই সঙ্গী সাথীগণ তাকে ডাকতেছে যে এই দিকে এস। সহজ সরল পথ এ দিকেই রয়েছে। বল আল্লাহর হেদায়াত তো হচ্ছে সত্যিকার হেদায়াত তাঁর নিকট হতে আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নুইয়ে দাও।

আমাদের মধ্যে এমন একদল লোককে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদেরকে বলা হচ্ছে এস আমরা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে জীবন যাপন করি। আমরা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করি। এভাবে ডাকার পরও তারা শয়তানের খপ্পরে পড়ে মরুভূমির মধ্যে পথহারা লোকের মত ঘুরে ঘুরে মরতেছে অথচ তারই এক ভাই তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (দাঃ) দেখানো সঠিক পথের দিকে ডাকতেছে। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে দিকবিদিক ঘুরে মরছে। এই ধরনের লোকের কথাই এখানে বলা হলো।

৩৬. ঐ একই সূরার ১১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেনঃ

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

আর আমিতো এইভাবে চিরদিন মানুষরূপী ও জ্বীনরূপী শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি।

freepdfboi.com

তাহলে বুঝা গেল যে মানুষ শয়তান ও জ্বীন শয়তান সবাই নবীদের এবং নবীর অনুসারীদের পিছনে লেগেই রয়েছে। কাজেই সর্বদাই হুশিয়ার থাকতে হবে। যেন শয়তান কোন দিক থেকেই আক্রমণ করে জয়ী হতে না পারে।

৩৭. ঐ একই সূরার ১২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ-

আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়নি তার গোস্ত খেয়োনা-তা খাওয়া ফাসেকী বা গোনাহের কাজ। শয়তানেরা (মানুষ শয়তানেরা) নিজেদের সঙ্গি সাথীদের মধ্যে নানা প্রকার সন্দেহ ও বহু প্রকার প্রশ্নাবলির উন্মেষ ঘটায় যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার কর তবে অবশ্যই তোমরা মুশরিক।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে যারা কোন নাস্তিক দেশে ভ্রমণে যাবেন কিংবা নাস্তিকদের প্লেনে ভ্রমণ করবেন তখন তাদের পরিবেশিত কোন জন্তুর গোস্তই খাবেন না, কারণ তারা গরু খাশি মুরগী যারই গোস্ত দিক না কেন তা আল্লাহর নামে জবাই করে না। তারা এসব খাইয়ে মুসলানদের মুশরিক বানাতে চায়।

৩৮. ঐ একই সূরার ১৪২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

সেই আল্লাহই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তু ও সৃষ্টি করেছেন যারা যাত্রীবহন ও ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। তারা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন মিটায় তোমরা খাও সেই সব জিনিষ যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে রুজী হিসাবে

freepdfboi.com

দান করেছেন আর তোমরা শয়তানের অনুসরণ করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৩৯ ও ৪০. সূরা আরাফের ২০-২২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ- وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ- فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল। যেন তাদের লজ্জাস্থান সমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিল তা তাদের নিকট খুলে দেয়। সে তাদের বল্ল তোমাদের রব যে তোমাদের ঐ গাছের কাছে যেতে মানা করেছে তা এ ছাড়া কিছুই নয় যে তোমরা যেন ফেরেস্তা হয়ে না যাও। কিংবা তোমরা যেন চিরজীবন লাভ করে না বস এবং সে শপথ করে তাদের বললো আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী। এই ভাবে সে ধোকা দিয়ে সেই দুজনকে ক্রমে ক্রমে নিজের ধোকার জালে আবদ্ধ করে নিল। শেষ পর্যন্ত তারা দুইজন যখন এই গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট খুলে গেল এবং তারা বেহেস্তী গাছের পাতাদ্বারা তাদের শরীর ঢাকতে লাগল। তখন তাদের রব তাদের ডেকে বল্লেন-আমি কি তোমাদের এই গাছের কাছে যেতে মানা করিনি? আর বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

freepdfboi.com

এখান থেকেও সচেতন পাঠক পাঠিকা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে শয়তান কিভাবে মানুষকে বেহেস্ত এবং সওয়াবের লোভ দেখিয়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ এভাবে সাবধান করার পরও যদি কেউ শয়তানকে চিনতে ভুল করে তবে তাদের চাইতে হতভাগ্য আর কে হতে পারে?

৪১ ও ৪২. ঐ একই সূরার ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَابَنِىٓ اٰدَمَ لَايَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ

হে আদম সন্তান শয়তান যেন আবার তোমাদেরকে তেমন করে ফেতনায় ফেলতে না পারে যেমন করে তোমাদের পিতা মাতাকে বেহেস্ত থেকে বের করেছিল এবং পরে তাদের পোষাক তাদের দেহ থেকে খুলে ফেলেছিল যেন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট খুলে যায়। সে এবং তার সাথী তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখতে পায় যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না এবং শয়তানগুলোকে এমন লোকদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছিল যারা ঈমানদার নয়।

৪৩. ঐ একই সূরার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اَنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

একদলকে তো তিনি সোজা পথ দেখিয়েছেন কিন্তু অপর দলের উপরে ভ্রান্তি ও গোমরাহী চেপে বসেছে কেননা তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তান গুলোকে নিজেদের পৃষ্টপোষক বানিয়ে নিয়েছে তারা মনে করে যে আমরা সঠিক ও সোজা পথে রয়েছি।

freepdfboi.com

৪৪ ও ৪৫. ঐ একই সূরার ১৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِى اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

আর হে নবী! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করে শুনাও যাকে আমি আমার আয়াত সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছিলাম কিন্তু সে সেই সব আয়াত গুলোর নির্দেশ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করে আর সে পথ ভ্রষ্ঠাদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিই আল্লাহর আইন মেনে চলার পথ ত্যাগ করে শয়তান তাকে পেয়ে বসে, শেষ পর্যন্ত শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়ে।

৪৬. ঐ একই সূরার ২০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

শয়তান যদি তোমাদের কখনও উষ্কানি দেয় তবে আল্লাহর আশ্রয় চাও নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।

আল্লাহর পৃথিবীতে যত প্রকার অন্যায় অপকর্ম ঘটে তা সবই শয়তানের উষ্কানি দেয়া। এটা বুঝতে পারলেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। বলতে হবে "নাউজুবিল্লাহ মিন জালিকা" এবং সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের উষ্কানিকে উপেক্ষা করে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এছাড়াও শয়তানের পরিচয় পাবেন নিম্নের আয়াত গুলোতে উৎসাহী পাঠক পাঠিকাগণ তাফসীর দেখে নিতে পারবেন। এই পর্যন্ত লেখার পর চিন্তা করলাম যতটুকু কথা হয়েছে তাতেই সচেতন পাঠক পাঠিকা শয়তানকে চিনতে ভুল করবে না। নিম্নে সূরা ও বাকি আয়াত গুলোর নাম্বার দেওয়া হলো, যথা–

সূরা আনফালের ১১ ও ৪৮নং আয়াত

সূরা ইউসুফের ৫, ৪২, ১০০ নং আয়াত

freepdfboi.com

সূরা রায়াদের ১৭ নং আয়াত
সূরা ইব্রাহিমের ২২ নং আয়াত
সূরা আন্নাহালের ১৮ ও ৬৩ নং আয়াত
সূরা বনি ইসরাইলের ২৭ নং আয়াত
সূরা কাহাফের ৬৩ নং আয়াত
সূরা মরিয়ামের ৪৪, ৬৮ এবং ৮৩ নং আয়াত
সূরা ত্বহার ৪৫ ও ১২০ নয় আয়াত
সূরা আম্বিয়ার ৮২ নং আয়াত
সূরা আল হাজ্জের ৩, ৫২,৫৩ নং আয়াত
সূরা মুমেনুনের ৯৮ নং আয়াত
সূরা নূরের ২১ নং আয়াত
সূরা আল ফুরকানের ২৯ নং আয়াত
সুরা আল শোয়ারার ২১০ ও ২২১নং আয়াত
সুরা আল নামালের ৫ ও ২৪ নং আয়াত
সূরা কাছাছের ১৫ নং আয়াত
সূরা আন কাবুতের ৩৮ নং আয়াত
সূরা লোকমানের ২১ নং আয়াত
সূরা আস সাজদার ২০ নং আয়াত
সূরা সাবার ৬২ নং আয়াত
সূরা ফাতেরের ৬ নং আয়াত
সূরা আশ ছফফাতের ৭ ও ৬৫ নং আয়াত
সূরা সয়াদের ১৪ ও ৩৭ নং আয়াত
সূরা হামীম আস সাজদার ৩২ নং আয়াত
সূরা আয যুখরুফের ৩৬ নং আয়াত
সূরা আল মুজাদালার ১০ ও ১৯ নং আয়াত

freepdfboi.com

সূরা আল হাসরের ১৬ নং আয়াত

সূরা আল মূলকের ৫ নং আয়াত

সূরা আল মুদ্দাসিরের ২৫ নং আয়াত

সূরা আত্তাকবীরের ২৫ নং আয়াত

ইবলিস নামে এসেছে সূরা বাকারার ৩৪ নং আয়াতে

সূরা আরাফের ১১ নং আয়াত

সূরা আল হিজরের ৩১ ও ৩২ নং আয়াত

সূরা বনী ইসরাইলের ৬১ নং আয়াত

সূরা কাহাফের ৫০ নং আয়াত

সূরা ত্বহার ১১৬ নং আয়াত

সূরা আশ শোয়ারার ৯৫ নং আয়াত

সূরা সাবার ২০নং আয়াত

সূরা সয়াদের ৭৪,৭৫নং আয়াত এবং খান্নাস নামে।

সূরা নাসের ৪ নং আয়াত।

এর মধ্যে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যে সব আয়াতে শয়তান ও ইবলিস নাম একাধিকবার এসেছে। এ আয়াতগুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য শয়তানের পরিচয়কে আল্লাহর বান্দাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা যেন তার বান্দারা শয়তানের খপ্পরে পড়ে জাহান্নামের পথ না ধরে।

শয়তান সম্পর্কে আরো কিছু কিতাবী কাহিনী

শয়তান সম্পর্কে এইরূপ একটা কাহিনী আছে যে একবার শয়তানদের একটা মিটিং হলো, বড় শয়তান ছোট শয়তানদের কাজের হিসাব নিচ্ছিল এবং জিজ্ঞাসা করছিল যে, তোমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি? কে কাকে কিভাবে গোমরাহ করার চিন্তা করছ। তখন এক শয়তান বল্ল অমুক স্থানে বরসীসা নামক যে পীর সাহেব আছে, আমি তাকে জাহান্নামী করব। কে কি করবে সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেল।---- বরসীসাকে জাহান্নামী করার সিদ্ধান্ত নিল, সে মানুষের বেশে গিয়ে বরসীসা পীর সাহেবের নিকট মুরীদ হয়ে

freepdfboi.com

সেখানেই রয়ে গেল। এমনই ভাবে মাসখানেকের বেশী হয়ে গেল মুরীদ আর বাড়ি যায় না। পীর সাহেব একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি বাড়ি যাও না কেন?

মুরীদ উত্তর দিল হুজুর মুরীদ হলে তো নিজের ইচ্ছামত কিছু করা যায় না, পীরের হুকুম ছাড়া আমি যাই কি করে? পীর সাহেব দেখলেন এ তো দেখছি একজন খাস মুরীদ। তাকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মুরীদ চললো বাড়ীর দিকে। কিছুক্ষণ পরে মুরীদ আবার ফিরে এল পীর সাহেবের নিকট। বল্ল হুজুর আমি একটা দোয়া জানি এটা আপনাকে শিখিয়ে দেয়ার জন্যে ফিরে এলাম। বল্ল হায়াত মওতের কথা বলা যায় না, যদি মরে যাই তবে এ মূল্যবাণ দোয়াটা আর কাউকে শিখান হবে না-তাই ফিরে এলাম দোয়াটা শেখানোর জন্য। দোয়া শিখিয়ে দিল পীর সাহেবকে আর বল্ল কোন নতুন ধরণের মারাত্মক রোগ হলে আপনি গিয়ে এই দোয়াটা পড়ে একটা ফুক দিলেই রুগী ভাল হয়ে যাবে। পীর সাহেব দোয়াটা শিখে নিলেন।

শয়তান নিজেই রোগ সৃষ্টি করতে পারে যেমন মানুষও মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে। ঐ মুরীদ শয়তান বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার কিছু দিন পরই দেখা দিল গলাদাবা রোগ। এ রোগ হলে গলা বসে যায় ভাল করে কথা বলতে পারে না, খেতে খুবই কষ্ট হয়। এ রোগ প্রথমে দেখা দিল বৃদ্ধ এবং পুরুষদের মধ্যে। এক রোগী চিকিৎসার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল। মুরীদ শয়তান মানুষ হয়ে খবর দিল অমুক স্থানে বরসীসা নামক একজন পীর সাহেব আছেন তিনি এসে যদি দোয়া পড়ে গলায় একটা ফুক দেন তাহলে রোগ সেরে যাবে। তারা গিয়ে পীর সাহেবের হাতে পায়ে ধরে নিয়ে এলো, পীর সাহেব গিয়ে গলায় ফুক দিলেন রোগ ভাল হয়ে গেল। এই পীর সাহেব খুবই বুজুর্গ ছিলেন এবং দুনিয়াদারীতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিবাহও করেননি। এরপর গলাদাবা রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে পীর সাহেবের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল সবর্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে রোগও ছড়াতে লাগল। অবশেষে এই রোগে ধরল এক সম্ভ্রান্ত মুসলীম পরিবারের এক অবিবাহিতা যুবতীকে। তারা নিয়ে এল পীর সাহেবকে। পীর সাহেব আর কিছুতেই যুবতীর গলায় ফুক দিতে রাজী হলেন না।

তিনি তেল পানি পড়ে দিলেন। তাতে একটু কমে আবার বেড়ে যায়। শয়তান মুরীদ মানুষ সেজে তাদের বুদ্ধি দিল রোগ না সারা পর্যন্ত পীর সাহেবকে ছেড় না। তারা পীর সাহেবের জন্যে একটা কামরা ছেড়ে দিল তিনি

freepdfboi.com

সেখানে থেকে আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করেন। শয়তান পরামর্শ দিল তোমাদের ঐ মেয়েকে দিয়ে হুজুরের ওজুর পানি খাবার ইত্যাদি দেওয়াইও এবং মেয়ে নিজে গিয়ে যেন হুজুরের হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করে আবদার করতে থাকে যে হুজুর আমার গলায় একটা ফুক দিন। এভাবে করলে হাজার হলেও হুজুর একজন মানুষ তো বটে কাজেই মনে দয়া হবে এবং গলায় একটা ফুক দিবেনই। মুরীদের পরামর্শমতই কাজ হতে রইল। এরপর মানুষ তো আর ফেরেস্তা নয় মানুষ মানুষই কাজেই যৌন প্রবৃত্তিকে পীর সাহেব আর চেক দিতে পারলেন না, তাদের উভয়ের মধ্যে মিল মুহাব্বত সৃষ্টি হতে রইল।

পরে যুবতিটা হামেলা হয়ে পড়ল এবং রোগ ভাল হয়ে গেল। এভাবে গেল প্রায় মাসে চারেক। মুরীদ ফিরে এল. এক দিন হুজুরের কাছ থেকে একটু বাজারে বেড়িয়ে আসার অনুমতি নিয়ে চলে গেলে হামেলা যুবতীর পাশের বাড়িতে এক পরিচিত মেয়েলোক সেজে। পাশের বাড়ীর এক মহিলাকে বল্ল ভাবী এক আলোচনা হতে শুনলাম লোক বলাবলি করছে যে পাশের বাড়ীর যুবতি মেয়ে নাকি পীর সাহেব কর্তৃক হামেলা হয়ে পড়েছে। মুরীদের কাজ এখানে শেষ।

এবার কানাকানি শুরু হয়ে গেল যুবতী মেয়েটা চিন্তিত হয়ে পড়ল এখন উপায় করি কি? মুরীদ শয়তান এক বুড়ী সেজে গেল ঐ মেয়েটার কাছে, গিয়ে বল্ল ভয় নেই আমি সূরাহা করে দেব। যুবতীকে বল্ল তোমার একটা মাত্র সম্মানজনক পথ খোলা আছে তা হচ্ছে তোমাকে আমি পীর সাহেবের কাছে পৌছে দিব তিনি তোমাকে বিবাহ্ করে নিবেন সম্পর্কটা খুব ভালই হবে। মেয়েটা বিশ্বাস কবতে পারছিল না যে পীর সাহেব তাকে বিবাহ্ করবেন। বুড়ী আশ্বাস দিল যে আমি পীর সাহেবকে অমুক দিন রাতে অমুক জায়গায় তোমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব তা হলে বিশ্বাস হবে তো? বল্ল হা তাহলে আমি তার সঙ্গে যেতে পারি। বাস মুরীদের কাজ এখানেই আপাতত শেষ। সে ফিরলো পীর সাহেবের বাড়ীতে।

বললো হুজুর যা শুনে এলাম তাতে তো আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, এমন মনে হলো লোকে যেন বলাবলি করছে আপনার দ্বারা নাকি অমুকের মেয়ে হামেলা হয়েছে। তবে আমি একটা ব্যবস্থা করে এসেছি এ ছাড়া হুজুর মান সম্মান বাঁচানোর আর কোন পথ নেই। তাহলো ঐ মেয়েটাকে বিয়ে

freepdfboi.com

করার নাম করে বের করে এনে খুন করে মাঠের মধ্যে মাটি দিয়ে তার লাশকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমরা বলব যে অমুকের এই নামে তো কোন মেয়েই নেই, কাজেই হুজুরের নামে একটা অযথা বদনাম দিচ্ছ।

হুজুর এইটাই হবে মান সম্মান বাঁচানোর একমাত্র পথ। পরিকল্পনা মুতাবিক কাজ হলো। মেয়েকে ঘর থেকে বের করে এনে খুন করে মাঠের মধ্যে পুতে রাখল কিন্তু মুরীদ তাড়াহুড়া করে কাজটা সেরে খুব দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল কিন্তু তার শাড়ীর আচল একটু বের করে রাখল।

পরের দিন মুরীদ পীর সাহেবকে বল্লো যে হুজুর শুনে আসি দেখি লোকে কিছু বলাবলি করছে কিনা। মুরীদ গিয়ে সেই মেয়ে ওয়ালার বাড়ীর পাশে কিছু লোক বসা ছিল সেখানে গিয়ে বলা শুরু করল যে পথে আসতে শুনে আসলাম লোকে বলাবলি করছে গতরাতে নাকি এই ধরণের একটা হত্যাকান্ড ঘটে গেছে এবং ঘটেছে নাকি অমুক পীর সাহেবের দ্বারা। ব্যাস্ তখনকার মত মুরীদের কাজ শেষ। সে পীরের দরবারে ফিরে গিয়ে বল্ল হুজুর মানুষ যে কিভাবে টের পেয়ে গেলো আপনার কথাই লোকে বলাবলি করছে যে অমুক পীর সাহেব গত রাতে এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন। হুজুর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মুরীদ সাহস দিল হুজুর ভয় নেই আমি দেখবো সব কিছু।

পরে হুজুরের নামে কোর্টে মামলা হলো মুরীদ সাক্ষীর ব্যবস্থা করে দিল ঘটনা প্রমাণ হলো এবং পীর সাহেবের ফাঁসির হুকুম হলো। ফাঁসিতে ঝুলানোর পূর্বে মুরীদ ফেরেস্তা সেজে নেমে এল একগ্লাস মদ নিয়ে বল্ল হুজুর আপনি আল্লাহর বহুত এবাদত বন্দেগী করেছেন এই জন্য আমাকে এক গ্লাস বেহেস্তী সরবত দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই শরবত খেলে আপনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন এবং আমি ফেরেস্তা আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব। তবে একটা শর্ত আছে তা হচ্ছে আমরা ফেরেস্তারা একদিন আদমকে সিজদা করেছিলাম এ সিজদাটা আমাকে ফেরত দিতে হবে। আপনি আমাকে সিজদা করুন তাহলে এই বেহেস্তী শরবত আপনাকে পান করাব। পীর সাহেব জান বাঁচানোর লোভে তার মুরীদকে ফেরেস্তা মনে করে একটা সিজদা দিয়ে শরবতটা পান করে নিল। এভাবে পীর সাহেব জেনা, লোক হত্যা, মদ্যপান, শয়তানকে সিজদা করে মুশরিক হয়ে মৃত্যু বরণ করে। এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল রাসূল (সাঃ) এর পূর্বে হজরত ঈসা (আঃ) এর যামানায়।

freepdfboi.com

মানুষ কিভাবে শয়তানের ফেরে পড়ে সেই ঘটনাই আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে বলেছিলেন যে অমুকের ঘটনাটা শুনিয়ে দাও যে সে কিভাবে শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেল এবং নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিজেই নি.ক্ষপ করল।

এর থেকে কমপক্ষে কয়েকটা বিষয়ে আমরা হুশিয়ার হতে পারি যে ঃ

১. পীর সাহেদের মেয়ে লোক মুরীদ করা এবং মহিলাদের গায়ে ফুক দিয়ে চিকিৎসা করানোর মধ্যে রয়েছে শয়তানী চক্রান্ত। যা শেষ পর্যন্ত দোজখে নিয়ে পৌছাবে।

২. যুবক পীর সাহেবদের থেকে মহিলাদের দূরে রাখতে হবে। নইলে বরসীসার মত হওয়া কোন অসম্ভব কিছু নয়।

৩. দোয়া তাবিজ ও ঝাঁড় ফুকের পীর কিন্তু আসল পীর নয়, তারা প্রায়ই শয়তানের খপ্পরে পড়ে পীর সেজে থাকে।

৪. অনেক পীর নিজেকে আল্লাহর বংশধর মনে করে এবং মুরীদদেরকে শিখায় যে আমাকে সিজদা করলে আল্লাহকেই সিজদা করা হবে। এই ধরণের পীরদের কাছে মুরীদ হলে সওয়াব হবে না, বরং যারা এভাবে মানুষকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয় তারা ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত হওয়ার মত অপরাধী। তাদের মৃত্যু দন্ড কার্যকর করলেই সওয়াব হবে।

শেষ কথা শয়তানকে চিনুন এবং তার হাত থেকে নিজে বাঁচুন এবং সমাজকে বাঁচান

শয়তান মানুষের বড় শত্রু অথচ মানুষ তার ইবাদত করে

বহু মানুষ যে শয়তানের ইবাদত করে তার কুরআনী দলীল নিম্নে দেয়া হলোঃ

সূরা ইয়াসিনের ৬০ থেকে ৬৪ নং আয়াত পর্যন্ত ঃ

“হে আদম সন্তান আমি কি তোমাদের হেদায়াত করি নাই যে তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন? আর কি বলি নাই যে, আমারই ইবাদত করবে এইটাই সেই সিরাতুল মুশতাকীম বা সরল সোজা পথ? (কিন্তু এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার পর সে) অবশ্যই তোমাদের এক বিরাট সংখ্যক লোকদেরকে গোমরাহ্ করে ফেলেছে। তোমাদের কি কোন

freepdfboi.com

জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না? এটাই সেই জাহান্নাম যার সম্পর্কে তোমাদের হুশিয়ার করা হয়েছিল। তোমরা দুনিয়ায় যে (শয়তানের ইবাদত করতে গিয়ে) কুফরীর নীতি অবলম্বন করতেছিলে এখন তার প্রতিফল হিসাবে এই দোজখে নিক্ষেপ হও।”

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাবার পূর্বেই এবং নবী রাসূলগণের মাধ্যমে হুশিয়ার করে দিয়েছেন এবং মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিয়েছিলেন যে তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে নামায পড়লে রোজা থাকলে, কুরআনের হুকুম মেনে সেই মুতাবিক জীবন যাপন করলে তো আল্লাহর ইবাদত করা হয় কিন্তু কোন কাজ করলে শয়তানের ইবাদত করা হয়? এর জবাবে বলব, বলব একটা উদাহরণ দিয়ে মনে করুন পাটিগণিতের উত্তর মালার একটা অংকের উত্তর লেখা আছে ৫, এখন ছাত্ররা যদি শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে যে স্যার, এ অংকের সঠিক উত্তর তো ৫ কিন্তু বেঠিক উত্তর কোনটা তা তো লিখা নাই। কাজেই বেঠিক উত্তর টের পাব কি করে?

তার জবাবে শিক্ষককে বলতে হয় যে ৫ বাদে আর যে কোন সংখ্যাই হোক না কেন তার সবটিই ভুল। অর্থাৎ যা ঠিক তার উত্তর মাত্র একটাই হয় আর যা ভুল উত্তর তার সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট নয় সঠিক উত্তর ৫ হলে ৫ বাদে সব সংখ্যাই ভুল উত্তর। ঠিক তেমনই আল্লাহর ইবাদত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট তাই তো নির্দিষ্ট করে লেখা আছে। লেখা আছে গোটা কুরআনের মধ্যে কুরআনের যাবতীয় নির্দ্দেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত। আর আল–কুরআনের যে কোন হুকুম বা নিষেধের খেলাপ কাজ করলেই তাতে শয়তানের ইবাদত করা হয়। আল্লাহর ইবাদত সুনির্দিষ্ট তাই তা নির্দিষ্ট করে কুরআনে লেখা আছে কিন্তু শয়তানের ইবাদত যেহেতু অংকের ভুল উত্তরের ন্যায় তাই তা লেখা হতে পারে না যেমন পাটি গণিতে ভুল উত্তর লেখা থাকেনা।

এর থেকে বুঝা গেল কুরআনী নির্দেশের বিপরীত পথে চল্লেই শয়তানের ইবাদত করা হয়। তাই যদি আমরা আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ, যথা ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, বৈষয়িক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতি নির্ধারণ, যুদ্ধ সন্ধি, চুক্তি, শিক্ষা, জ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান চর্চা, রেডিও টেলিভিশন, সিনেমা, ভি সি আর ইত্যাদি যত কাজের সাথে মানব জীবনের সম্পর্ক রয়েছে তার কোন অংশে যদি আল্লাহর কুরআনী নির্দেশের বিপরীতে কিছু করা হয়, তবে তাতে অবশ্যই শয়তানের ইবাদত হয়। কাজেই আমরা

freepdfboi.com

সুস্থ সঠিক ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে হিসাব করে দেখি তাহলে অবশ্যই জ্ঞানে ধরা পড়বে যে আমরা যত ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত করি তার চাইতে অনেক অনেক বেশী ক্ষেত্রে শয়তানের ইবাদত করি।

এখন যদি এক এক করে প্রশ্ন করা যায় যে ঃ

১. আমরা কি অর্থনৈতিক জীবনে আল্লাহর ইবাদত করি?

২. আমরা কি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত করি?

৩. আমরা কি বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত করি?

৪. আমরা কি শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চা, রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত করি?

এভাবে হাজারো প্রশ্ন করলে তার জবাবে বলতে হবে, না তা করি না। তাহলে কার ইবাদত করি? এর জবাব হচ্ছে একটাই যে, এসব ব্যাপারেই আমরা শয়তানের ইবাদত করি। এসব কথা বুঝতে বেশি জ্ঞান বুদ্ধির দরকার হয় না। তাই আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা যে এতসব ব্যাপারে শয়তানের ইবাদত কর তা কি তোমাদের নিরপেক্ষ চিন্তায় কখনও ধরা পড়েনি? তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধিকে কখনও কাজে লাগাওনি। এসব চিন্তা ভাবনা যারা করেনা তাদেরকেই কিয়ামতের দিন দোজখ দেখিয়ে বলা হবে এই সেই জাহান্নাম যে জাহান্নামের কথা দুনিয়ায় থাকতে তোমাদের বলা হয়েছিল যে শয়তানের ইবাদত করলে এই জাহান্নামে যেতে হবে।

এখন চিন্তা করুন, এই জাহান্নামের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের যদি শয়তানের ইবাদত থেকে বাঁচতে হয় তাহলে সমাজের ব্যবস্থাপনাও যেমন বদলাতে হবে তেমন সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সৎ ও আল্লাহ ভীরু লোকদের হাতে অর্পন করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নেতাগণ সমাজকে শয়তানের ইবাদতের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। নইলে শয়তান গোটা সমাজকেই জাহান্নামের পথে পরিচালিত করবে সন্দেহ নাই।

এখানে আরো লক্ষনীয় যে আল্লাহ একবচনে কোন হুকুমই দেননি, দিয়েছেন বহু বচনে। অর্থাৎ একজনের দ্বারা সম্ভব নয় গোটা সমাজকে শয়তানের ইবাদত থেকে বাঁচান। এর জন্য প্রয়োজন গোটা সমাজের সব লোকদের এক সঙ্গে এক জোট হয়ে সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করা। তবেই সম্ভব হতে পারে শয়তানের ইবাদত থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

freepdfboi.com

আমি যখন এসব চিন্তা করি তখনই মনে হয় এটা আমি একা বুঝলে তো চলবে না বুঝাতে হবে গোটা জাতিকে। তাই গোটা জাতিকে সাবধান করে অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে হলেও লেখার মাধ্যমে আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছি এবং প্রকাশক বৃন্দ এই বইগুলো প্রকাশ করে তারাও আমার কাজে শরীক হচ্ছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেছেন নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের চিরশত্রু তাই কোরআনের ভাষায় আমি বলছি, শয়তান আমাদের চিরশত্রু তার চরম চেষ্টা যে সে মানুষকে তার সঙ্গে চির জাহান্নামী করবেই। আর মানুষেরও চরম চেষ্টা হওয়া দরকার যেন শয়তান তাকে কোন ক্রমেই জাহান্নামের পথে চালাতে না পারে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে শয়তানের চেষ্টা সে করেই যাচ্ছে আর আমরা তার খপ্পর থেকে বাঁচার কোন চেষ্টা তো দূরের কথা কোন চিন্তাও করিনা। (কোরআন বলে জিন ও মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে, কাজেই উভয় শয়তানের কথাই এতে উল্লেখ করা হয়েছে।)

শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে দরকার শয়তান চেনার যা পূর্বেই বলেছি, তাই তাকে চিনতে পারলেই তার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু তাকে চিন্তেই যদি ভুল করি তাহলে তার কালো হাতের ছোবল থেকে বাঁচা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই আমি চিন্তা করেছি শয়তানকে যেন আমিও চিন্তে পারি এবং দুনিয়ার তামাম মানুষ বিষেশ করে যাদের মাতৃভাষা বাংলা (তা এপার বাংলারই হোক অপর বাংলার হোক) তাদের মাতৃভাযার মাধ্যমে শয়তানকে চিনানো, যেন শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে পারি এবং শয়তানের পথ ছেড়ে বেহেস্তের পথে চলতে পারি। এই জন্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

দেখুন যাই আমাদের জন্যে ক্ষতিকর তাই আমরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে চিনি। কিন্তু আমাদের জন্যে যা সর্বাধিক ক্ষতিকর তাই আমরা চিনি না। বাংলাদেশে এমন বহু নজির আছে যে এন্ড্রিনকে ঔষধ মনে করে তা খেয়েছে এবং খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে। এমন খবর নিশ্চয়ই আপনারা খবরের কাগজে বহুবার পড়েছেন। যদি তারা সত্যই চিনত যে এটা বিষ, তাহলে কি তারা এন্ড্রিনকে ঔষধ মনে করে তা খেত? কিছুতেই খেত না, এবং মরতও না। তারা যে মরল এটা কিন্তু মরার নিয়তে মরা নয়, এটা হচ্ছে বাঁচার নিয়তে মরা। ঠিক তেমনই পরকালে বাঁচার নিয়তে শয়তানী চক্রান্ত বুঝতে না পেরে

freepdfboi.com

মরার কাজই করি। চিন্তা করে দেখুন আমরা আমাদের জন্যে যাই ক্ষতিকর তাই আমরা চিনি যেন তার হাত থেকে বাঁচতে পারি। যেমন আমরা

১। সাপ চিনি বলেই তার থেকে বহুদূরে থাকার চেষ্টা করি।

২। এন্ড্রিনকে বিষ বলে জানি বলেই তার থেকে দূরে থাকি।

৩। হিংস্র জানোয়ার গুলোকে চিনি বলেই তাদের থেকে দূরে থাকি।

৪। ঠিক তেমনই মানুষের মধ্যে যারা শত্রু তাদের চাইতে বড় শত্রু সাপও নয়। এন্ডিন ও নয় এবং সেই বিষও নয় যা জিহ্বায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে মরে যায়। ইবলিস এমন এক মারাত্মক শত্রু যে অনন্তকাল আগুনের মধ্যে ফেলে এমনভাবে পোড়াতে পারে যেখানে পুড়বে কিন্তু মরবে না। যেন সেই মহা শত্রুকে চিনতে পারি সেই জন্যে আসুন কোরআন থেকে শত্রু চিনি এবং তার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করি।

ওয়ামা তৌফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

freepdfboi.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সূরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫